কোন কোন শব্দে ছাপার দোষ ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন পুথি ছাপান দুরূহ। ছাপিবার সময় আধুনিক মুদ্রাকর শব্দের আধুনিক রূপ দিয়া ফেলেন। সাধারণ পাঠকের নিকট প্রাচীন পুথির আদর আশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা আদর করিবেন, তাঁহারা পুথির প্রাচীন রূপ দেখিতে চান। এই কারণে শব্দের বানান পরিবর্ত্তন, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন, আধুনিক কমা সেমিকোলন ইত্যাদি যোগে বিরাম কিংবা শব্দের মাথায় কমা বসাইয়া লুপ্তবর্ণ প্রদর্শন ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত নয়। পাঠকের অর্থবোধ সাহায্যে সম্পাদক পৃষ্ঠপাদে নিজের মত দিতে পারেন। পদবিভাগের সময়েও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শূন্যপুরাণে (৪২ পৃঃ) এক ভণিতায় ছাপা হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মচরণে পণ্ডিত রামে গাএ।
কন সদাশিব ভজ সুত নিরঞ্জনর পাএ॥"

এই ভণিতাটি প্রথম পড়িবার সময় মনে হইয়াছিল, সদাশিব পণ্ডিতরামকে নিরঞ্জন ভজিতে বলিতেছেন। কিন্তু বহু স্থানে আছে, 'কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ।' অতএব 'কন সদাশিব' বাস্তবিক কলুস নাসিব। এখানে পাঠ শুদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠপাদে দিলে ভাল হইত।

নগেন্দ্রবাবু ভাষার বিশেষত্ব বলিয়াছেন। এই বিশেষত্ব সর্ব্বনামপদে, কারক ও ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে এবং কোন কোন শব্দের রূপে দেখিতে পাই। ওড়িয়াভাষার সহিত ইহাদের এত সাদৃশ্য আছে যে হঠাৎ মনে হয় পুথিখানি কোন ওড়িয়া গায়নের হাতে পড়িয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল। ২৮ পৃষ্ঠে—

"এমন্ত ধর্ম্মর বরত ন করিব হেলা।
সংসার তরিবাত জদি বাইছ হেন ভেলা॥"

এই দুইটি পদ ওড়িয়া বোধ হইবে। এমন্ত শব্দ পুথির আর কোথাও নাই। ন করিব হেলা—ওড়িয়া রীতি।

সর্ব্বনাম।	কারক।
আহ্মি, আমি—আমি।	কর্ম্মকারকে ক। যথা,—
আহ্মার, মোর, মোহর—আমার।	পিতাক—পিতাকে।
মুয়া—আমরা।	জাক—যাকে।
আহ্মারে, মোকে—আমাকে।	অধিকরণে ত, ঞ, এ। যথা,—
তুহ্মি—তুমি।	হাথত—হাথেতে, হাতে।
তুহ্মার, তুমার—তোমার।	দেহেত—দেহেতে, দেহে।
তুমাকে—তোমাকে।	মালঞএ—মালঞে।
কাহারে—কাহাকে।	সম্বন্ধে র। যথা,—

জলর—জলের।

ঠাকুরর—ঠাকুরের

ক্রিয়াপদ।

প্রথম পুরুষে—

জাম্ব—যায়।

হএ—হয়।

কহে—কহে, কহেন।

বৈসে, বৈসএ—বসে।

কহেন্ত—কহেন।

করিলেন্ত—করিলেন।

রহিলাঞ—রহিলেন।

তুলিলেও—তুলিলেন।

রচিল—রচিলেন।

আইলেক—আইল, আসিল।

হইলেক—হইলেন।

হইলাক—হইল।

বোলিবাক—বোলিবে, বলিবে।

মধ্যমপুরুষে—

সুন—শুনুন, শোন।

দেহ—দিন।

রাখহ—রাখুন।

কর—কর।

দেহ—দেও।

করিব—করিবে। (এইরূপ সর্ব্বত্র)

বলিব, বলিবা—বলিবেন।

উত্তম পুরুষে—

জানি—জানি।

কহিলুঁ—কহিলু, কহিলাম।

আইলাঞ—আইলাম, আসিলাম।

নারিলাঞ—নারিলাম।

করিবু—করিব।

করিব—করিব।

অনন্তরার্থে—

করি—করিয়া।

পেএ—পেয়ে, পাইয়া।

গিএ—গিয়ে, গিয়া।

হইআ—হইয়া।

ডাকিআ—ডাকিয়া।

করিঞা—করিয়া।

রাখিঞা—রাখিয়া।

নিমিত্তার্থে—

আনিবারে—আনিতে।

পূজিবাক—পূজিতে।

করিতে—করিতে।

দেখা যায়, বানানে বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পদের ঐক্য নাই। নানা রূপ দেখিয়া মনে হয়, পুথিখানি নানা স্থানের এবং নানা সময়ের লোকের হাত ফিরিয়াছে। ক খ গ ইত্যাদি এক এক পুথিতেও একপ্রকার নয়। অশিক্ষিত গ্রাম্যলিপিকরের কলমের গুণও থাকিতে পারে।

উল্লিখিত বিশেষত্ব আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে কি না, দেখা যাউক। চট্টগ্রামের প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাণা 'সূর্য্যের পাঁচালী'তে আহ্মরা, তোহ্মরা, তুহ্মি পাই। (বোধ হয় উত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাণা) অদ্ভুতাচার্য্যের 'রামায়ণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) করিলেন্ত, করিলাও, এবং কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত পাই। (বোধ হয় পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাণা) 'পদ্মাপুরাণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) বোলন্তি, এবং কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত পাই। 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) বসিআ, হাসিয়া, সুনিঞা পাই। প্রায় উত্তররাঢ়ের তিন শত বৎসরের পুরাণা 'চৈতন্য-

চরিতামৃতে' মুঞি মুই মো, হঞা, পাঞা, হইলাঙ, দিমু করিমু ইত্যাদি পাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী মধ্যরাঢ়ের তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবির লেখা। যে যে চণ্ডী ছাপা হইয়াছে, তাহাতে শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলির কিছুই পাই না। তুমাকে, কুথা, ইত্যাদি শব্দের আদ্যের ওকারকে উকার উচ্চারণ করা, এবং পাইঞা, খাঞা ইত্যাদিতে শেষের স্বর অনুনাসিক করা উত্তররাঢ়ের, এখন কি বাঁকুড়াজেলার ভাষার লক্ষণ বলিতে পারা যায়। শূন্যপুরাণের প্রায় সর্ব্বত্র কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে এ, সম্বন্ধে র, এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব আছে। অদ্যাপি বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুরে কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত আছে। শূন্যপুরাণে এক স্থানে হাম (আমি) আছে, বহু স্থানে তুমার, এথি (এই স্থানে), সেথি (সেই স্থানে) আছে। দিনাজপুর বগুড়ায় হামি, দিনাজপুরে তুমার, বগুড়া রঙ্গপুরে সেটি সেটে আছে। পূর্ব্বে শব্দের স্বরের বিপ্রকর্ষ উল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাও দক্ষিণরাঢ়ে পাই না।*

গ্রন্থান্তরে দেখা যাইবে, রাঢ়ের ভাষা দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই কারণে শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলি অত্যন্ত নূতন বোধ হয়। কোন ধারার শুধু আদি ও অন্ত দেখিলে ক্রম-বিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না। মাঝের পদগুলি বসাইতে ধারার একত্বে সন্দেহ থাকে না।†

এখন শূন্যপুরাণের শব্দ দেখিবার কথা। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্য অসীম বোধ হয় না। সুতরাং শব্দের নীরস তালিকা উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

* রংপুরের জুগীদের মুখেশুনা যে ময়নামতীর গানের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতেও অধিকরণ কারকে ত, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ-কারকে ক পাইতেছি। যথা,—

"তোমাকে মারিবে মএনা পেটত পাও দিআ।"

(পেটে বা পেটেতে পা দিয়া তোমাকে ময়না মারিবে)

"অবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি।"

(রবিবারের দিনে)

"কাম ক্রোদ নাই যেটাক ভাদাই ধানের কুড়া।"

(যেটার কামক্রোধ নাই, যেন ভাদই (ভাদ্রমাসের) ধানের কুড়া (?)। কুড়া—জমিখণ্ড (?)

† আমার লিখিত বাঙ্গালাব্যাকরণে শব্দের বিভক্তি ও প্রত্যয়ের আলোচনায় শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলির বিচার করা যাইবে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

"শূন্যপুরাণ" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় শূন্যপুরাণের আলোচনা করিয়া কএকটী নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপর কোনরূপ মতপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি প্রবন্ধ মধ্যে আমার মত জানিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে জানাইতেছি।

প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন "শূন্যপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই।" (২০৩ পৃঃ) যোগেশবাবুর এই অভিযোগটী সমীচীন মনে করি না। আমি শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে ২।৶০ ও ২॥৶০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের সময় ও গ্রন্থকারের বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যোগেশবাবুও পরে শূন্যপুরাণের রচনাস্থান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যরাঢ়ের দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শূন্য-পুরাণের শব্দের মিল আছে। এই হেতু স্থূলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।" (২১৩ পৃঃ) সুতরাং শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশবাবু এরূপ দুই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন কেন? তিনি লিখিয়াছেন, 'শূন্য-পুরাণ শ্বেতনীলাদি পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের লেখা নহে। উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না। উহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।" (২০৪ পৃঃ) উত্তরে আমার বক্তব্য—যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণ আবহমানকাল এই গ্রন্থখানিকেই ধর্ম্মপূজাপ্রব-র্ত্তক রামাইপণ্ডিতের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, যখন ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ রামাই পণ্ডিতকেই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতিকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণে যখন পূজা-পদ্ধতির অভাব নাই, এবং এখানিকে পদ্ধতি বলিয়া ধর্ম্মপণ্ডিতগণ আজও গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তখন কি করিয়া বলিব যে এখানি ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত-রচিত পদ্ধতি নহে? যোগেশবাবু বোধ হয় অবগত আছেন যে, এদেশে নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও কালিকাপুরাণ অনুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। অথচ উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেইরূপ রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণে যে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে শূন্যপুরাণীয় ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। যোগেশবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন—"পূজা পদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থের দুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই-টুক পদ্ধতি।" (২০৬ পৃঃ)

যোগেশবাবুর বিশ্বাস, সংস্কৃত মন্ত্র না থাকিলে বুঝি পদ্ধতি হয় না। কিন্তু তিনি যদি গাজনের পদ্ধতি আদ্যোপান্ত আলোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে গাজনের

সময় সন্ন্যাসীরা প্রকৃত পূজা ব্যতীত নানা হাবভাবে যে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাদের উক্তিও পদ্ধতি বা পূজার রীতি বলিয়া গণ্য। সুহৃদ্‌বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ সালের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় "গ্রাম্যদেবতা" প্রবন্ধে ঐরূপ পদ্ধতির আভাস দিয়াছেন, সুতরাং গান ও কথা আছে বলিয়া শূন্যপুরাণের ২য় অংশ জলপাবন হইতে ৪৮শ তাম্রধারণ পর্য্যন্ত অংশকে কেন আমরা পদ্ধতি বলিয়া ধরিব না ? রাঢ়ে জামালপুরে এখনও মহাসমারোহে ধর্ম্মের গাজন হইয়া থাকে। তৎকালে উক্ত সমুদায় অংশটাই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। তাই আমিও শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছি "শূন্যপুরাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। তবে পরবর্ত্তীকালে এই পুরাণমধ্যে অপর কোন কোন বিষয় সংযোজিত করিয়া সঙ্গীতের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য এই শূন্যপুরাণ মধ্যে দুই এক স্থলে রাগরাগিণী দেখিলেই তাহা মনে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখানি তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইলেও কখনও সঙ্গীতগ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই।"

আলোচ্য শূন্যপুরাণকে যোগেশবাবু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিতেছেন, ইহার কারণ এই যে ইহাতে জগন্নাথদেবের নাম আছে। তাঁহার মত "পুরীর বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও জগন্নাথদেব ছিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশান্তরে তাঁহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" (২০৮ পৃঃ) পুরীর মন্দির খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের প্রথমে নির্ম্মিত হইলেও জগন্নাথদেবের নাম তাহার বহু পূর্ব্বেই যে বঙ্গদেশে পঁহুছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মপুরাণে জগন্নাথের প্রসঙ্গ আছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে রাজা বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থের বহুস্থানে উক্ত ব্রাহ্ম-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মপুরাণ যে তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং এই মহাপুরাণ খানি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যোগেশবাবু "গোঁসাই" শব্দ দেখিয়া ভাবিয়াছেন যে শূন্যপুরাণের যে যে অংশে ঐ শব্দটী আছে, তাহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী। কিন্তু যদি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। আমিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছি যে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের উপর অনেক হাত পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন ভাষা পরবর্ত্তীকালে ক্রমেই অপ্রচলিত ও দুর্ব্বোধ্য হইতে থাকে, সেই সময় তাহার টীকা টিপ্পনী বা সময়োপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা হয়, এই কারণে শূন্যপুরাণের সংস্কৃত অংশের উপর হাত না পড়িলেও বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ হাত পড়িয়াছিল। তাহাতে প্রাচীন ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও মূল বিষয়টা নষ্ট হয় নাই। যাঁহারা মহাযান বৌদ্ধদিগের আদিগ্রন্থ-গুলি দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন: যে একই কথা শত শত বার উক্ত হইয়াছে। এই দোষ শূন্যপুরাণের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রাচীনতার একটা অঙ্গ।

মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রমাইপণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল পাইয়াছেন, এ গ্রন্থখানি বেশী-দিনের প্রাচীন নহে, দুই কি আড়াই শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে। মাননীয় মিত্র মহাশয় শূন্যপুরাণ ও রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, উভয় গ্রন্থের ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানে বলিয়া রাখি যে, শূন্যপুরাণ-রচয়িতার নাম রামাই পণ্ডিত এবং ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতার নাম রমাই পণ্ডিত। রামাই ও রমাই কখন এক ব্যক্তি নহেন।

শূন্যপুরাণে যে পাঁচ জন পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাহাও রূপক বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্বেত, নীল, কাংস্য ও তাম্রবর্ণ রামাই, এ ছাড়া যে শূন্যস্থ গোঁসাইপণ্ডিতের উল্লেখ আছে, এই পাঁচটীকে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্য পাঁচ জন বোধিসত্ত্বের আভাস বলিয়াই মনে করি। যে কোন আধুনিক বৌদ্ধচৈত্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চবোধিসত্ত্ব ও তাঁহাদের বাহনের চিত্র দেখা যায়। বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, প্রথম আদিবুদ্ধ বা স্বয়ম্ভূ, তাঁহারই জ্যোতিঃ হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘ-সিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ এবং এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ ও তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি হইতে পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসত্ত্বের রূপ যথাক্রমে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত ও হরিৎ। এক্ষণে (কলিযুগে) ৪র্থ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অধিকার চলিতেছে। তিব্বতের দলইলামা যেমন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া পরিচিত, সম্ভবতঃ রামাই পণ্ডিতও সেইরূপ আপনাকে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব মনে করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তিনি পদ্মপাণির ন্যায় লোহিত বা তাম্রবর্ণ চিহ্নধারণ করিতেন। বৌদ্ধ চৈত্যের চারিদিকে চারিজন দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহাদের শক্তি বা (ঘটদাসী) এবং প্রধান অনুচর বা (কোটাল) দৃষ্ট হয়। রাজা হরিচন্দ্র তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত আপনার ন্যায় তাঁহাদেরও সাক্ষাৎ আবির্ভাব কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণে পঞ্চম বা শূন্যস্থ গোঁসাই পণ্ডিতের যে উল্লেখ আছে, তিনিই বৈরোচন নামক বুদ্ধ বা নিরঞ্জন ধর্ম্ম, শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনে ও সকল ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার প্রধান পারিষদ উলুক ও তাঁহার আদিশক্তি অভয়ার উল্লেখ আছে। বোধিসত্ত্বরূপী বিভিন্ন পণ্ডিতপ্রসঙ্গ হইতে মনে হয় যে, পূর্ব্বকালে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ও তাঁহাদের পুত্ররূপী পঞ্চ বোধিসত্ত্বের উপাসক উপাসিকা বিভিন্ন দল ছিল, সেই সকল উপাসক ও উপাসিকারা গতি ও আমিনী আখ্যায় পরিচিত ছিল। যোগেশ বাবু মনে করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত অন্যের নিকট শুনিয়া আপনার গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। পণ্ডিতের আদিকথা হইতে জানা যায় যে,

"স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে॥"

সুতরাং রামাই পণ্ডিত যে ভারতী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতার স্বরূপ ধর্ম্ম-নিরঞ্জনের নিকট শুনিয়া, অপর কাহারও নিকট হইতে নহে। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ

যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির জনকস্বরূপ, এখানেও ধর্ম্মনিরঞ্জন সেইরূপ রামাই পণ্ডিতের জনকস্বরূপ হইতেছেন।

আলোচ্য শূন্যপুরাণে হাজার বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঐ সকল শব্দসংগ্রহের জন্য রাঢ়দেশ ছাড়িয়া সুদূর বরিশাল বা পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার আবশ্যক দেখি না। এখন যে শব্দ রাঢ়ে প্রচলিত নাই, পূর্ব্বে তাহা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী ধৃত অনেক রাঢ়ীয় গ্রাম্য শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে যাবনিক শব্দ গৃহীত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যোগেশবাবু যে গুলিকে যাবনিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই হিন্দী শব্দ। ঐ শব্দগুলি কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, তাহা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার বিষয়। আমার বোধ হয়, যোগেশ বাবুও কতকগুলি শব্দের ঠিক অর্থ করিতে পারেন নাই। উদাহরণ "সুনার খেড় মন্দির"। (২১৪ পৃঃ) এখানে 'খেড়' শব্দের তিনিও 'খড়' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'সোণার খড়ের মন্দির' হইল এ যেন 'সোণার পাথরবাটীর' মত। বাস্তবিক এখানে 'খেড়' শব্দের অর্থ 'খেল' অর্থাৎ কেলিমন্দির। উৎকলবাসী যোগেশ বাবু একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই প্রাচীন উৎকল-সাহিত্যে 'খেড়' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ ও তাহার 'খেল' বা 'কেলি' অর্থ বাহির করিতে পারিবেন।

যাহা হউক শূন্যপুরাণ খানি আমরা বর্ত্তমান যে আকারে পাই না কেন, ইহার মধ্যে প্রায় সহস্র বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন, বৌদ্ধযুগের বিকৃত সদ্ধর্ম্মের বিস্ময়জনক স্মৃতি এবং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি নানা দিক্ দিয়া আলোচনা ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা

মীমাংসা সমালোচনা

শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহনধর মজুমদার কাব্যতীর্থরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। যেরূপ গুণগ্রাম থাকিলে এইরূপ গভীর বিষয়ের সমালোচনা বা মীমাংসা সম্ভব হয়, এইরূপ গুণগ্রাম উক্ত মজুমদার মহাশয়ের বেশ আছে জানিয়াই আমি প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। বিশেষতঃ এখন ইনি দয়ানন্দ এংগ্লোভেদিক্ বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যার মীমাংসা-সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে কিছু নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব আশা ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ পাঠে বুঝিতে পারিলাম বস্তুতঃ ইহা তিনি নিতান্ত অনুরোধে ঠেকিয়াই লিখিয়াছেন। এই কার্য্য অনুরোধে হয় না। অনুরোধে লিখিত বিবাহের অভিনন্দনপত্রে যেরূপ বর্ষা ঋতুতে বসন্তের বর্ণনা থাকে; অনুরোধে ঠেকিয়া গায়ককে যেরূপ মধ্যন্দিনে বেহাগ গাইতে হয়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয়ও বোধ হয় সেইরূপ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নতুবা প্রবন্ধ এইরূপ হইত না।

ঋষি-বাক্যে আমার অনাস্থা নাই। পরন্তু চরক ও সুশ্রুত যে আর্ষ-গ্রন্থ নহে এবং বহু আর্ষগ্রন্থ যে লিপিকার প্রমাদ বশতঃ অনার্ষ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। চরক ও সুশ্রুতের অনার্ষত্ব সম্বন্ধে "বোধ হয়" "সম্ভবতঃ" বলিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা অপেক্ষা ঋষিতুল্য সম্মানভাজন বাগ্‌ভটের উক্তিই বলিতেছি—

"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥"

টীকা।—'ননু কিমস্মাকমুপকারকত্বাদিত্থাবেণ ঋষিপ্রণীতমেব তন্ত্রমনুরাগবশাদধেব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ,—ঋষিপ্রণীত ইতি। যদি ঋষিপ্রণীতে প্রীতিস্তত্চরকসুশ্রুতাখ্যৌ হিত্বা ভেড়জাতুকর্ণাদিমুনিপ্রণীতানি কিমিতি ন পঠ্যন্তে সর্ব্বৈরেব বৈদ্যবৃন্দেন। অপিতু সুভাষিতপ্রিয়তয়া চরকসুশ্রুতৌ বাহুল্যেন যথা পঠ্যেতে ন তথা ভেড়াদয়ঃ। তস্মাৎস্থিতমেতৎ সুভাষিতং গ্রাহ্যম্। নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্ত্রম্। অতশ্চরকসুশ্রুতবদ্ অনার্ষমপীদং গুণবত্ত্বাদমতিমদ্ভিঃ গ্রাহ্যমেব।'

(কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্নসেনকবিরঞ্জনসম্পাদিত সটীকবাগ্‌ভট উত্তরস্থান ৪০ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক।)

বোধ হয় ইহার ভাষান্তর আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা বর্ত্তমান চরক ও সুশ্রুতকে "আর্ষ" ভাবিয়া সমালোচনার অতীত মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলাম "তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি।" হইতে পারে ইহা রাজস।

পরন্তু ইহা সত্ত্বচ্ছন্ন তমঃ নহে। অসমর্থের ত্যাগ বা ক্ষমা সত্ত্বগুণের পরিচয় নহে। শোকাতুরের বৈরাগ্য শ্মশানস্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ; ইহাও মোহজ, সত্ত্বজ নহে।

আমার প্রবন্ধের মীমাংসাচ্ছলে বন্ধু যে অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার আলোচনা আবশ্যক। মীমাংসক মহাশয় ডহ্বণ বাক্য অনুসারে 'চেষ্টাবান্' অর্থ 'চল' করিতে অভিলাষী। এখানে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি এই চল ক্রিয়াটী কি? করে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাসক মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে, চলক্রিয়া গতির নামান্তর এবং কর্তৃবাচ্যে অ প্রত্যয় করিয়া যখন চল পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন ইহার কর্ত্তাও সন্ধি। এতাবতা নত ও উন্নত ক্রিয়া ও চল ধাতুর অর্থে বিরোধ থাকিতেছে না। সুতরাং মীমাংসককথিত সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কথার অবসরই নাই। বিশেষতঃ মীমাংসককথিত "যে স্থলে সন্ধিগুলি স্থানচ্যুত হয় অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সন্ধিকেই চল বলা যায়" এই কথার সহিত তাঁহার 'চেষ্টাবান্' শব্দের অর্থ নির্ব্বাচনের তর্ক মিলাইলে পাঠক, কোন পথে যাইবেন বলিতে পারি না।

বন্ধুবর কাব্যতীর্থ মহাশয় কশেরুকা-সন্ধিকে অচল শ্রেণীর অন্তর্গত করিবার জন্য যে অযথা চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অনুচিত। টীকাকারের মতকে সুশ্রুতের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কেন? যাঁহারা সুশ্রুতে কৃতশ্রম তাঁহারা জানেন টীকাকারগণের সময়ই সুশ্রুতের অনেক পাঠান্তর ঘটিয়াছিল। সুতরাং কোনটা ঠিক তাহা টীকাকারগণ নিজেরাই স্থির করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে টীকাকারের মত কোন কালেই সুশ্রুতের মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যদিই বা গ্রাহ্য হয়, তাহাও আমার মতের অনুকূল। গ্রীবাস্থি ও পৃষ্ঠবংশের অস্থিগত গঠন ও কার্য্য প্রায় তুল্য। সুতরাং গ্রীবাস্থি চল হইলে পৃষ্ঠবংশকে চল না বলিবার হেতু কি? অস্থি ও সন্ধির গঠন এবং কার্য্য বিচার করিলে কশেরুকা সন্ধিসমূহকে চলাচল বলাই উচিত। আধুনিক বিজ্ঞানমতেও তাহাই (Amphearthrosis বা mixed joints)।

প্রতর শব্দে ভেলক বুঝায় ইহা ডহ্বনের মতে সত্য। কিন্তু ভেলক অর্থে নৌকা বুঝাইবে ইহা কে বলিল? ভেলা ও নৌকা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বালকেও জানে। তৎপর তিনি যে প্রত্যক্ষ করাইতে চাহিয়াছেন, তাহার মূল্য বুঝিতেও বাকী নাই। সৌভাগ্যক্রমে লাহোরে যখন তিনি এ কথার অবতারণা করেন, তখন আমি তাহাকে কশেরুকাস্থির সম্মুখ ও পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করিতে বলি। ফলে তিনি কশেরুকার উচ্চ অংশকে (Process of vertibra) সম্মুখস্থ অর্থাৎ উদরের দিকের অংশ বলেন এবং ঐ উচ্চ অংশ কি ভাবে থাকে তাহাও ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। বন্ধুবর প্রত্যক্ষকে যত সোজা মনে করেন, ইহা তত সোজা নহে। ইহার মতে উচ্চ অংশটী নৌকার একটী গলই এবং গোল অংশটী নৌকার মধ্যদেশ। "আকাঠা নায়ের তিনটা গলই" এরূপ প্রবাদ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু একটী গলই-ওয়ালা নৌকার কথা জানি না। প্রতর শব্দের অর্থনির্ব্বাচনে আমি ডহ্বনের বিরুদ্ধে যাই নাই বলিয়াই বিশ্বাস। ভেলা যেরূপ জলে ভাসে সেই একখানা অস্থির উপর আর একখানা অস্থি

বিস্তৃতভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে। আমি প্রতর শব্দে ইহাই বুঝিয়াছি। এখন পাঠক বিচার করিবেন।

কোষ্ঠ শব্দ বিচার করিতে যাইয়া মীমাংসক বন্ধু অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি কেন কোষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি ইনি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত বাজে কথা শুনিতে হইত না। যে অস্থিসন্ধিসমূহের উল্লেখ কোষ্ঠগত সন্ধির সহিত করা উচিত ছিল, সেই ফুসফুস্ নিবদ্ধ অস্থিসন্ধির গণনা উত্তমাঙ্গের সন্ধির সহিত করা হইল কেন? বিশেষতঃ সুশ্রুতে এই অস্থিগুলির বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়াই হয় নাই। এরূপ স্থলে ইহাকে ভুল-পাঠ বলা যায় না কি? মীমাংসক মহাশয় আমার যে কোষ্ঠসমূহ শব্দটী ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। এখানে কোষ্ঠই হইবে। তবে যদি তিনি আমার পরবর্ত্তী পাঠ "সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটীকে বুঝাইতেছে" এই টুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন এবং উদারতার পরিচয়ও পাইতাম। তথাপি আমি এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমি যে সাতটী প্রশ্ন করিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি তাহার উত্তর মীমাংসক মহাশয় করিয়াছেন। আমার আপত্তির হেতু নির্ব্বাচনে কবিরাজ মহাশয় মহাভ্রম করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের উপর অনাস্থা বা অভক্তি উৎপাদন এই আপত্তির হেতু নহে। আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য। পরন্তু মীমাংসক মহাশয়ের উত্তরের ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা অভক্তির উদয় হওয়াই সম্ভাবনা।

মীমাংসক মহাশয় আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যে কয়েকটী পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি সুশ্রুতের? অথবা অন্য গ্রন্থের? সুশ্রুতের এরূপ পাঠান্তর কোথা পাইলেন তাহা লিখিয়া দিলে বাধিত হইতাম। অন্য গ্রন্থের হইলে তাহা কি সুশ্রুতবৎ প্রাচীন কোনও গ্রন্থ অথবা ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির ন্যায় অর্ব্বাচীন গ্রন্থই তাঁহার অবলম্বন। মীমাংসক মহাশয় পাঠের স্থিরত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। অথচ একটা উত্তর করিতে হইবে। ইহা কেবল "পাঠ লাগান" বই অন্য কিছু কি? এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়া মীমাংসকের উচ্চ আসন গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

মীমাংসক মহাশয় বলিতেছেন, "এই কণ্ঠ নাড়ীকে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই নাড়ীর সহিত হৃদয়-ক্লোম, নেত্র যকৃৎ প্রভৃতির নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃপর তাহা দেখান হইবে। এই একটী নাড়ীই বক্ষঃপ্রদেশে ধাবিত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে।" অঙ্গবিনিশ্চয় বিস্তার পরাকাষ্ঠা বটে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার আপত্তির অনুকূল নহে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকও সন্দিগ্ধ। তবে তিনি যদি বচনগুলির প্রামাণিকতা সাধারণের গোচর করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের ন্যায়।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচার ভার পাঠকের উপরই দিতেছি। ইহার কোন্ কথাটা যে প্রতিবাদ তাহা বুঝিতে পারি না। তবে ইনি বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধি দুই শত দশ থাকা মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সন্ধি আরও অধিক হইবে।" ইহার প্রামাণিকত্ব কোথা? লিখিলে ভাল হইত না কি?

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরেও মীমাংসক পাঠান্তর দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। অপিচ নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বলিয়াছেন বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই কেন? কোন্ গ্রন্থে কোন্ অধ্যায়ে এরূপ প্রমাণ আছে। উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মত।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে হৃদয় অর্থে বক্ষঃপ্রদেশ করিয়াছেন। এই বক্ষঃপ্রদেশ বলিতে কি বুঝিতে পারি? কণ্ঠ নাড়ীর সহিত বক্ষঃ প্রদেশের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত যাহার প্রধান সম্বন্ধ সেই ফুসফুসের উল্লেখ নাই কেন? ক্লোম পিপাসাস্থানও তিন। এ পুরাতন কথা। বস্তুতঃ এটী কি, তাহা মীমাংসক মহাশয় দেখাইয়া দিতে পারেন কি? শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্তের মতে ক্লোম অর্থ ফুস্ফুসের দক্ষিণ অংশ। মীমাংসক মহাশয় তাহাই বলিবেন কি?

অস্থিসন্ধির স্থান নির্দ্দেশে গ্রন্থকার "ব্যাকুব" নাও হইতে পারেন। কিন্তু লিপিকার বা মুদ্রাকরের "ব্যাকুবি ত চিরপ্রসিদ্ধ। সে কথা যাউক, পরন্তু মীমাংসক মহাশয় সুশ্রুতের যে স্থানটীকে উদাহরণ স্বরূপ মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা উদাহরণ কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মোট সন্ধি সংখ্যা ২১০ তন্মধ্যে ১৬৯ টীকে উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশ করিলে বাকী ৪১টী মাত্র থাকে। উদাহরণের এইরূপ রীতি কি? যেখানে উদাহৃত বস্তু বহু, সেখানে সামান্য মাত্র কয়েকটীর নাম বলিয়া প্রভৃতি বা ইত্যাদি দ্বারা বাক্য সমাপ্তি করা হয়। উদাহরণের এই নিয়ম। সুশ্রুতে আমার বাক্যের উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যাইবে। কেবল মাত্র সূত্র-স্থানের নবম অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিরূপে মূলগ্রন্থের অর্থলোপ করিতে হয়, তাহার উদাহরণ, মীমাংসক মহাশয় সুন্দরভাবে দিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় সুশ্রুতের "তেষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্ফ" ইত্যাদি সংস্কৃত অংশ উদ্ধার করিয়া পরে "ইহার অর্থ এই যে অঙ্গুলী, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু এবং কূর্পর প্রভৃতি কোর সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়।" এবং "এইরূপ কক্ষা, বঙ্ক্ষণ, দন্ত প্রভৃতি উদূখল-সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়।" ইত্যাদি বলিয়াছেন। প্রভৃতি শব্দটী মীমাংসকের নিজস্ব। মূলে প্রভৃতি শব্দ থাকিলে সব গোল চুকিয়া যাইত। বৈদ্যকশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজের মত স্থাপনের আয়াস। "শতংবদ" স্থলে এরূপ ধূলি নিক্ষেপের ব্যবস্থা সুন্দর হইতে পারে। কিন্তু "লিখ" স্থলটা বড় শক্ত। এই জন্যই না "শতং বদ মা লিখ"। পক্ষান্তরে

মীমাংসক মহাশয়ের ব্যাখ্যা যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি কি বলিতে দিবেন যে কোর সন্ধি ও উদূখল সন্ধি আর কোথা আছে ?

মীমাংসক মহাশয় আমার উপর একটী অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। আমি কোথাও সুশ্রুতের ভুল ধরি নাই। আমার জ্ঞান অল্প। সুতরাং এরূপ আলোচনায় সন্দেহের অবকাশ যেখানে যাহা হইয়াছে তাহা বলিয়াছি। এরূপ আলোচনায় মীমাংসক মহাশয় সন্দিগ্ধ স্থলে তাহার নিজের "মনগড়া" ব্যাখ্যাকেই যদি শিষ্ট সম্মত মনে করেন এবং ইহাই যদি শাস্ত্রালোচনার সাধুপথ মনে করেন তবে আমি নাচার।

আর একটী "ঘরগড়া" ব্যাখ্যার নমুনা দেখাইতেছি। "তজ্জন্যই তিনি (সুশ্রুত ?) সন্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যদিও উদাহরণে সমস্ত গুলি সন্ধি দেখান হয় নাই তথাপি সন্ধির যে সকল নাম করা হইল, অনুক্ত সন্ধিগুলিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে।" মীমাংসক মহাশয় তাহার নিজের কথা সুশ্রুতের দোহাই দিয়া বলিতেছেন। সুশ্রুতে এমন কথা কোথাও নাই। মীমাংসক মহাশয় প্রথমে ইহা সুশ্রুতের বাক্য বলিয়া সামলাইতে না পারিয়া তৎপরক্ষণেই অন্য সুর ধরিলেন, যথা "এই অভিপ্রায়েই সুশ্রুত বলিতেছেন যে 'তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতা'। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও এ স্থলে নাম উল্লেখ করিয়া সমস্ত সন্ধির আকৃতি বর্ণন করা হয় নাই, তথাপি সন্ধির নামের দ্বারাই অনুক্ত সন্ধিগুলি বুঝিয়া লইবে।" নিজের দোষ সামলাইতে গিয়া একটা কল্পিত ভ্রান্ত ব্যাপার সৃষ্টি করা কি মীমাংসকের কার্য্য। ইহার উপর আবার "অর্থাৎ" আছে ; যথা "অর্থাৎ সমস্ত সন্ধির আকৃতিই উল্লিখিত আট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত।" ভুলের পরাকাষ্ঠা। এই সংস্কৃত টুকুর প্রকৃত অর্থ সুশ্রুত সন্ধির আটপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নামও করিয়াছেন ; কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ করেন নাই। এই জন্য বলিতেছেন "সেই সকল সন্ধিশ্রেণীর নাম দ্বারাই আকৃতি প্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে"। এইরূপ সমালোচনায় সত্য-গোপনের চেষ্টা বৃথা ! সুশ্রুতের সূত্রস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে শস্ত্র-সমূহের আকৃতি বর্ণনায় ঠিক এই পাঠটী আছে। যথা—

"তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।"

ইহার টীকায় ডহ্বন কি বলিতেছেন পাঠক শ্রবণ করুন—

"সংক্ষেপেণ শস্ত্রাকারং দর্শয়ন্নাহ,—তেষাং নামভিরিত্যাদি "তেষাং" শস্ত্রাণাং আকৃতয়ঃ লক্ষণানি নামভিরেব প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।" এস্থলে ভানুমতীটীকাকার চরকচতুরানন শ্রীমৎ চক্রপাণিদত্ত কি বলিয়াছেন পাঠক মহাশয় তাহাও শ্রবণ করুন। "সঙ্ক্ষেপেণ শস্ত্রাকারং দর্শয়ন্নাহ তেষানামভিরিত্যাদি। নামভিরিত্যনুগতার্থৈর্নামভিঃ, তদ্‌যথা উৎপলপত্রাকৃত্যাদিনা উৎপল-পত্রমিত্যাদি নামার্থানুগমঃ।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন মজ্জাগত হওয়া উচিত—"পাঠ লাগানর" কি দুর্দ্দশা তাহা প্রমাণ করিতে আমাকে হয়ত কষ্ট পাইতে হইত অথবা শাস্ত্রান্তরের বিচারপদ্ধতিকে উদাহরণ করিতে হইত,

যদি মীমাংসক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ না হইত। সুধী পাঠক এই মীমাংসা পাঠ করিয়াই তুষ্ট হইবেন। আমার বৃথা শ্রমের ভয় কাটিয়া গেল।

মীমাংসক মহাশয় বহুস্থলেই স্বীয় বাক্যের প্রমাণ জন্য "ডল্বন প্রভৃতি টীকাকারগণ" "টীকাকারগণ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি? তিনি কি সুশ্রুতের শারীরস্থানে ডহ্বনের টীকা ব্যতীত অন্য কাহারও টীকা পাইয়াছেন? নাম করিতে ক্ষতি কি ছিল? এইরূপ প্রবৃত্তি সুধী সমাজে নিন্দনীয় নহে কি?

সামুদ্গ শ্রেণীতে গুদ ও ভগাস্থি সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ আছে এবং যে সন্দেহের পরিচয় অস্থিসন্ধির বিবরণে কটী কপাল ও পৃষ্ঠ-বংশ শব্দে দিয়াছি, তাহার বিবরণ স্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রোণীর অস্থি-গণনা সম্বন্ধে সুশ্রুতের মত যথা—

"শ্রোণ্যাং পঞ্চ—

"তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি।
ত্রিকসংশ্রিতমেকম্।"

ইহাদের সন্ধিগণনা স্থলে সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"ত্রয়ঃ কটীকপালেষু"

সন্ধির স্বরূপ নির্দ্দেশস্থলে বলিয়াছেন—

"অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ।"

পুনরায় কটী কপালের সন্ধির স্বরূপ বলিতেছেন—

"কটীকপালেষু তুন্নসেবনী"

মীমাংসক মহাশয় এথানে 'শিরঃকটীকপালেষু' করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে অভিলাষী; এ অর্থ মানিয়া লইলেও জটিলতা দূর হইল কই? সন্ধিগণনায় ত্রিকসন্ধির উল্লেখ নাই। সুতরাং সন্দেহের হাত হইতে নিস্তার না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ কাটাকুটী করা সঙ্গত মনে করি না। "চণ্ডী কেটে মুণ্ডী" এ দেশের কথা। অপিচ এ পাঠ যদি কেবল সুশ্রুতেই পাইতাম; অন্যত্র ইহার উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। পরন্তু কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন সম্পাদিত বাগ্‌ভটের টীকায় অরুণদত্ত শ্লোকাকারে ইহারই অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

'সন্ধ্যায়স্তে সন্ধয়োঽত্র চতস্রোঽঙ্গুলয়ঃ পদে।
চতসৃষ্বঙ্গুলীষু স্যুঃ প্রত্যেকং ত্রয় এব তু।
দ্বাবঙ্গুষ্ঠে বংক্ষণেষ্বাদেকো গুল্‌ফে তু জানুনি।
সক্‌থ্যেকস্মিন্ সপ্তদশ তাবন্তোঽপি দ্বিতীয়কে॥
ভুজয়োঃ সক্থিতুল্যানি যাস্তরাধৌ দ্বিমে মতাঃ।
ত্রয়ঃকটীকপালেষু বিংশতিশ্চতুরুত্তরা॥

পৃষ্ঠে তদ্বৎ পার্শ্বয়োশ্চ বক্ষস্যষ্টাবথোর্দ্ধতঃ।
শিরো ধবাযামষ্ট স্ন্যুঃ কণ্ঠনাড্যাং ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
হৃদয়ক্লোমযকৃতাং নাড়ীষষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু চৈকৈকে ঘ্রাণকাকলে॥
মূর্দ্ধ্নি চ দ্বৌ কর্ণশঙ্খে গণ্ডনেত্রে চ বর্ত্মনি।
হনুসন্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বৌ ভ্রুবোশ্চোপরি স্মৃতৌ॥
পঞ্চমূর্দ্ধকপালেষু চোর্দ্ধমেবং ত্র্যশীতিকা।
সন্ধয়স্ত্বষ্টধা জ্ঞেয়া মণিবন্ধেহথ জানুনি॥
গুল্‌ফেঽঙ্গুলৌ কোরসংজ্ঞা দ্বিজমূলেষু বংক্ষণে।
কক্ষায়াং চোলুখলাখ্যা অংসপীঠে গুদে ভগে॥
নিতম্বে চৈব সামুদ্গা গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশকে।
প্রতরাঃ স্যু মূর্দ্ধকটীকপালেষু তু সীবনাঃ॥
হনূভয়ে কাকতুণ্ডা কণ্ঠস্থ পন্নগস্তথা।
হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ।
শ্রোত্রশৃঙ্গাটকাখ্যেষু শঙ্খাবর্ত্তা ইতি স্মৃতাঃ॥"

পাঠক মহাশয় চিহ্নিত স্থল গুলি সুশ্রুতের পাঠ সহ মিলাইয়া দেখিবেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মূলে ভুল করেন তাঁহাদের জন্যই "পাঠলাগান" কথাটা বলিয়াছি। মীমাংসক মহাশয় বলিয়াছেন "অর্থাৎ কটী কপালে, গুদাস্থি ও ভগাস্থি এই চারি খানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধি আছে। চারিখানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধিই হইয়া থাকে।" মীমাংসক মহাশয় নিতম্ব স্থানটাকে সরল রেখার শ্রেণী মনে করিয়াই এরূপ কথা বলিয়াছেন। যথা— — — — —এই চারিটী সরল রেখার তিনটী ফাঁক তিনটী সন্ধি। বস্তুতঃ তিনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নহে। চারিটী অস্থি নিতম্বে শ্রেণীবদ্ধ নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি জানু একটী সন্ধি। এখানে উরু, অষ্ঠী, ও জঙ্ঘার দুই খানা অস্থি সম্মিলিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার বিশেষ সংজ্ঞা সংঘাত।

বন্ধু আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া "শঙ্খাবর্ত্ত" সন্ধি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় কর্ণকে কর্ণপালি বুঝিয়া একটী ভ্রম করিয়াছেন। সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ১৬শ কর্ণব্যধবন্ধবিধি নামক অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি তিনি এই প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে কর্ণপালি ও কর্ণের পার্থক্য বুঝিতে এই ভ্রম হইত না। বোধ হয় এইটী তাহার প্রমাদ বশতঃ হইয়াছে। সে যাহা হউক কর্ণের তরুণাস্থির গঠন কতক শঙ্খাবর্ত্তবৎ বটে, কিন্তু শঙ্খকাস্থির ছিদ্রটী একটী সন্ধি নহে। তবে মীমাংসক মহাশয় যে, "স্নায়ুদ্বারা অস্থিদ্বয়ের সংযোগ হয় না" এইরূপ কথা বলিয়া আমার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা

তাঁহার মৃতদেহ অদর্শনের ফল। যাঁহারা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয় (Anatomy) শাস্ত্রে নিপুণ তাঁহারা জানেন শঙ্খকাস্থির (Temporal bone) সহিত কর্ণের তরুণাস্থির সংযোগ কেবল স্নায়ু (Ligaments) দ্বারা হইয়াছে। মীমাংসককথিত নিম্নরেখ বাক্যটী যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয়শাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন যে কতগুলি অস্থিসন্ধি (Articulation) কেবল স্নায়ু (Ligaments) দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে।

উপসংহারে মীমাংসক বন্ধুবর কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ধন্যবাদপূর্ব্বক একটী বিষয় নিবেদন করিতেছি। যে বিষয়ে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিকে পাইলে দেশ ধন্য হইবে। ইতি

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৬শ ভাগ—১৩৫ পৃষ্ঠা

বিক্রমপুরের একটী পুরাতন দুর্গ।

বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ

বিক্রমপুরে অনেকস্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ত সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্টালিকাদি বিদ্যমান আছে, তাহা পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই। যে সকল সুন্দর মঠ, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের স্মৃতি মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোনটী বা কালের কবলে, কোনটী বা পুরাকীর্ত্তি-সংহারিণী প্রচণ্ডপ্রবাহা পদ্মা কিম্বা অন্য কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া চিরকালের জন্য আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের এই কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির বিবরণ একত্র সঙ্কলিত হইয়া ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং অনেক পুরাতত্ত্ব অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যাইবে।

আমরা বিক্রমপুরস্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন দুর্গের চিত্রসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। দুর্গটী আয়তনে বৃহৎ না হইলেও ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে।

দুর্গটী বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক অতি প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত। সম্পূর্ণ দুর্গ এখন বিদ্যমান নাই, যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাও প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায়। পুরাতন দুর্গের ইহাই[১] বিদ্যমান আছে; অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত অথবা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত দুর্গের ও সৈন্যবাসের উপযুক্ত নাতিক্ষুদ্র কুঠুরী, অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। যে সব ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই; সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। দুর্গটী ইছামতী (বর্ত্তমান ধলেশ্বরী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বুভুক্ষু নদী তীরবর্ত্তী প্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়া সমগ্র দুর্গটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কালক্রমে নদীতে চড়া পড়িয়া দুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদী অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমিভাগ বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিলে উহার গঠন নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্থানের মৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষাদিও ততদূর প্রাচীন নয়।

বৃহৎ দুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার[২] ছিল; ইহার ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ

---

(১) চারি বৎসর অতীত হইল স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনল অফিসার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই অংশের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে।

(২) See Hunter's Statistical Account of Dacca, P. 72.

এবং পূর্ব্বাংশ অসমান্তরাল চতুর্ভুজের ন্যায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং একটী প্রাচীর দ্বারা ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্গের সংস্থান এবং অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহা দুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।৩ দুর্গের এই অংশ যে পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ পরিখা একটী সুন্দর গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য হইতে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, প্রাচীরগাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরাবলী মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ঐ দুর্গের চারিকোণে বৃত্তাকার চারিটী উচ্চতর প্রাচীর আছে, তাহাও প্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র। পূর্ব্বাংশে উত্তর-পূর্ব্বকোণেও ঐরূপ একটী গোলাকার প্রাচীর আছে; তাহা আয়তনে উক্ত চারিটী হইতে ছোট। পশ্চিমাংশের প্রাচীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট্ হইবে; পূর্ব্বাংশে ইহার উচ্চতা কোথাও ৩ ফিট, কোথাও বা ৪ ফিটে পরিণত হইয়াছে। এই দুর্গে কোন স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ়। আজও ইহার প্রাচীরাবলী বজ্র সদৃশ কঠিন। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ৩ ফিট্ পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধবৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটী পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উচ্চে ১২ ফিট ও প্রান্তে ৯ ফিট এবং ইহার বেধ ৭ ফিট্।

দুর্গের মধ্যে পূর্ব্বাংশে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ "টিলা" (?) আছে। এই টিলা এক সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপর হইতে সৈন্যদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত। ইহাও ক্রমে মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। আজও উচ্চে উহা ৪৫ ফিটের কম হইবে না এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর, ঐরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দিক্ নিখুঁত গোলাকার। ইহার উপরিভাগ (ছাঁদ) খিলানের উপর স্থাপিত। ভিতর পূর্ব্বে ফাঁপা ছিল, পরে উহা সর্পসমাকীর্ণ হইয়া বিপজ্জনক হওয়ায় মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার ছিল, তাহাও জীর্ণ সংস্কারের সময় একেবারে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ দ্বার হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত যে সিঁড়ি ছিল, তাহা বংশখণ্ড সাহায্যে প্রমাণিত হইত। এই টিলাটীর আয়তন কত বড় হইবে, তাহা চিত্রদৃষ্টেই কতক বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যাস ৩০ গজ। বর্ত্তমান দুর্গের পরিধি ৬০০ গজের কম নয়।

সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র এবং ধন রক্ষিত হইত; সেজন্যই ইহাকে

(৩) বর্ত্তমান দুর্গের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূর্ব্বে একটী পুরাতন মসজিদ ছিল এবং তাহা বৃহৎ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল; পরে তাহা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সুন্দর নূতন মসজিদে পরিণত হইয়াছে। লেখক।

দুর্গমধ্যে স্থাপন করিয়া ইহার রক্ষার-নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে একটী জলাশয় আছে এবং সেই জলাশয় হইতে টিলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলীর বামপার্শ্বে নিম্নে একটী গোলাকার কুঠুরী দৃষ্ট হয়; লোকে বলে, উহাতে বারুদ রক্ষিত হইত। ইহাও জীর্ণসংস্কারের সময় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

টিলার উপর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে নিম্নাভিমুখে একটী সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইত। এই রাস্তার পার্শ্বভাগেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা শত্রুগতিরোধ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই বিপুল আয়োজন করিয়াছিল, তাহারা পলায়নের সুবন্দোবস্ত করিতেও ক্রুটী করে নাই। যে দুর্গ একদিন শত শত সৈন্যের ভীষণ হুঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্নিবর্ষী কামানের হৃদয়দ্রাবী শব্দে ও অস্ত্রের ঝনঝনায় শব্দায়মান ছিল, আজ তাহা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী ডেপুটীর বাঙ্গলা, তৎসমীপবর্ত্তী জেলখানা এবং জন কত পুলিশ প্রহরীর আবাসে পরিণত হইয়াছে। ডেপুটীর বাঙ্গলা টিলার উপর অবস্থিত। যখন মুন্সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তদুপযোগী স্থান পরিষ্কৃত করা হয়, তখন এই দুর্গ জঙ্গল-সমাকীর্ণ ছিল। আজ ইহা পরিষ্কৃত হইয়া সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

দুর্গের চিত্র স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহা দুর্গ মধ্যস্থিত জলাশয়ের পশ্চিম পার হইতে তোলা হয়। সুতরাং ইহাতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরাবলী সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয় হইতে উত্থিত সোপানাবলী, টিলা, তদুপরিস্থ বাঙ্গলা; দুর্গের মধ্যস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ এবং নিম্নে সোপানাবলীর বামপার্শ্বের গোলাকার কুঠুরী মাত্র দেখা যায়।

দুর্গটী ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার মীর-জুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাঁহার "Topography of Dacca"-তে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, ক্লে সাহেব কৃত "Principal Heads of the History & Statistics of the Dacca Division"এ ইহার যে ক্ষুদ্র বিবরণ আছে, তাহাতে ইহা "ইদ্রাকপুর কেল্লা" নামে বর্ণিত। তখন ঐ স্থানের নাম ইদ্রাকপুর ছিল এবং ঐ স্থানের নামানুসারে দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। "মুন্সীগঞ্জ" নাম খুব আধুনিক, ইহা সম্ভবতঃ স্থানীয় মুসলমান জমিদারের নাম হইতে উদ্ভুত। বর্ত্তমান সময়েও মুন্সীগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাকপুর। টেলার সাহেব ১৮৩০ খৃঃ অব্দে এই স্থানে দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও দুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী ঐ স্থান আক্রমণ করে নাই। সেই সময়ে তিনি ঐ স্থানে অনেক অট্টালিকা ও ঘাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্রাকপুর মুসলমান রাজত্ব সময়ে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার একটী প্রধান নগর ছিল এবং ঐ স্থান হইতে বিক্রমপুর-পরগণার জলকর, শুল্ক ইত্যাদি সংগৃহীত হইত। টেলার সাহেব এই দুর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কি উদ্দেশ্যে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বিষয়। ইদ্রাকপুরের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালায় তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ঐরূপ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইদ্রাকপুর মেঘনা, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা নদী-বহুল স্থান; শত্রুগণের ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না এবং সাধারণতঃ ঐ প্রদেশে নৌযুদ্ধই সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশদ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকানগরী আক্রমণ করিতে হইলে ঐ স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং ঐ পথ ভিন্ন অন্য জলপথ ছিল না। সুতরাং ঐ স্থান সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে সেই উদ্দেশ্যে এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণপারে স্থাপিত হয়। নদীর অপরপারে হাজিগঞ্জে এইরূপ অন্য একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই উভয় দুর্গ আফগান (পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি শত্রুগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত।

ঢাকা নগরী সংরক্ষিত করা ব্যতীত এই দুর্গস্থাপনের অন্য এক মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আফগানের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত, তেমনি মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচারেও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নদীবহুল পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় এই ফিরিঙ্গি ও মগের প্রকোপ এত বাড়িয়া উঠে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগকে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে দুর্গ-স্থাপন ইহার একতম উপায়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিকগণও—(রিয়াজ্ উস্-সালাতিন্ রচয়িতা মিরজা মহম্মদ কাজেম প্রভৃতি) লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মীরজুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নৌদুর্গের (Naval fort) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের ঘৃণিত ও পশুতুল্য অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তৎকালে একমাত্র আরাকান প্রদেশই গোয়া, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান হইতে নির্ব্বাসিত চরিত্রহীন ফিরিঙ্গিগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আরাকান-রাজ মোগলের আক্রমণ হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে চাটগাঁও বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন চাটগাঁও "পোর্ট গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) নামে অভিহিত হইত এবং উহা মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ ঐ স্থানে বাস করিত এবং নানারূপ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এত ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিত যে তাহা শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সভ্য-জাতির

* See Taylor's Topography of Dacca,—p 76 and Clay's Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division, p. 35.

সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহারা যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলের আতঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, ইহারা মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘনা এবং তাহাদের শাখানদী ও খাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া লোক-জনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত এবং স্ত্রীপুরুষ সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্য্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত; কিন্তু যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথবা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্য কোন পর্ব্বোপলক্ষে যখনই লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিত। ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গা ও পদ্মার মোহনাস্থিত অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসরূপে পরিণত হইয়া যায়।† আজও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলেই ভীত হইয়া উঠে। বর্ণিয়ার সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে ক্রোধ ও ঘৃণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফিরিঙ্গিরা জাতিতে খৃষ্টান হইলেও ইহাদের আচার-ব্যবহার বর্ব্বরের তুল্য ছিল। তখনকার ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার সাহেবের উক্তি তাহার সমর্থন করিতেছে।

সুদক্ষ ও দূরদর্শী মীর জুম্‌লা আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার* হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইছামতীর দুই পারে (ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে) এই দুই দুর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্যও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পুনরায় "নাওয়ার মহল" গঠিত হইয়াছিল। উক্ত উভয় দুর্গেই একই প্রকারের দুইটী উচ্চ টিলা নির্ম্মিত হয়। এই টিলার উপর হইতে সৈন্যদল শত্রুর রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং সর্ব্বদা স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে বাঁধা থাকিত। শত্রু দৃষ্টিগোচর হইলে সৈন্যদল রণতরী আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবারিত হয়। মীরজুম্‌লার শাসন সময়েই বাঙ্গালায় মোগল-শাসন সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিসুখভোগে সমর্থ হয়।

ঐ দুর্গ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই দুর্গ-বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং লোক-মতের সঙ্গে ঐতিহাসিক কোন সত্যের সামঞ্জস্য নাই। স্থানীয় লোকের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ইহা "মগের কেল্লা," কাহারও ধারণা ইহা পর্ত্তুগীজের স্থাপিত। শেষোক্ত

---

† In Major Rennell's Bengal Atlas a considerable district marked as 'Lands depopulated by the Maghs".

দল তাঁহাদের মত সমর্থন করিবার জন্য এই দুর্গ হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে স্থাপিত "ফিরিঙ্গি বাজার" গ্রাম নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, "ফিরিঙ্গি-বাজারে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু উভয়পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহা ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে ফিরিঙ্গি-বাজারের নামোল্লেখ আছে।

নবাব মীরজুম্‌লা মুজায়েম খাঁর মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি আবার বাড়িয়া উঠে। এই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় আসিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজের সমূল-উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্যবল সহ হোসেন বেগকে চাটগাঁও প্রেরণ করেন। এই সময় পর্ত্তুগীজগণের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না; তাহারা মগদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিত এবং আরাকান-রাজার অধীন ছিল। হোসেন বেগ পর্ত্তুগীজগণকে ভয়প্রদর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং কতক মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৈন্য দলভুক্ত হয়। (এই যুদ্ধে মগগণ পরাভূত হয় এবং চাটগাঁও মোগলের করায়ত্ত হইয়াছিল।) অবশিষ্ট সকলকে হোসেনবেগ ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদিগকে "ফিরিঙ্গিবাজারে" স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি-বাজার হইয়াছে। মোগল রাজত্বের সময় ফিরিঙ্গিবাজার একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকানগরীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানেরও অবনতি এবং অধুনা ফিরিঙ্গিবাজার একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও টেলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখনও ঐ স্থানে ফিরিঙ্গিদের বংশধরগণ বাস করে। ইহারা এখন ব্যবসা ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, এবং ইহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান দেশীয় কৃষকের কোনই পার্থক্য

---

* মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার সেই সময় কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ইহারা যে সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহা কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গ্রন্থের একটী শ্লোকে প্রমাণিত হয়। মগেরা বৈদ্যজাতীয় জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাহারা বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। শ্লোকটি এই—

"মহেশসেনজামাতুর্গোপীনাথাৎ সুতো ভবেৎ।
চাটীগ্রামমসৌ নীতোবলাম্মগচমূচরৈঃ॥"

অর্থাৎ "মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল, তাহাকে মগের বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়।" এই গ্রন্থ ১৫৭৫ শক (১৬৫৩ খৃঃ অব্দে) রচিত হইয়াছিল সুতরাং শ্লোকটী সেই সময়ের মগের অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন সঙ্কলিত কবিকণ্ঠহারের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

দৃষ্ট হয় না। সেখানে একটী গির্জ্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান কাথলিক পাদরী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন এবং ইহারা প্রতি রবিবারে গির্জ্জাঘরে গিয়া থাকে। কিন্তু মহামারী কিম্বা বসন্তের প্রকোপ হইলে ইহারা রক্ষাকালী ও শীতলা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। দুই বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ-নিবাসী এক জন ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা নিম্নে "দুই জোড়া কাঁটা চামচ" পাইয়াছিলেন। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া আজও অনেক ভগ্ন ইমারত ও পুরাতন ইষ্টকাদি ইহার অতীত গৌরব ও কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৺সুখবিন্দু সেনগুপ্ত *

---

* প্রবন্ধলেখক সাহিত্যপরিষদের একজন উদ্যোগী ছাত্রসভ্য ছিলেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধটী আমাদের হস্তগত হইবার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পত্রিকা-সম্পাদক।

ঢাকার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সকল জেলার দেশজ শব্দ নিবদ্ধ একখানি অভিধানের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন, এরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলন করা বহু সময়সাপেক্ষ। ইহা কাহারও ইচ্ছার ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলি হেলনে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সেতু নির্ম্মাণে কাঠবিড়ালির সাহায্যের ন্যায়, ঢাকা জেলার বিশেষতঃ মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে চলিত কতগুলি গ্রাম্যশব্দের তালিকা নিয়ে উপস্থিত করিলাম। বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত অনেক শব্দ অন্যান্য জেলায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমান-প্রভাব হেতু ঢাকার কথা ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ আছে।

অ

অখন—এখন। অহু—বিস্ময়সূচক অব্যয়; ইতর-প্রয়োগ উন্দে। অবুঝ—বুদ্ধিহীন, বিপক্ষের প্রতি মিতভাষীর কটুবাক্য। অয়্-অ—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়; তুমি যাহা বল তাহা আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, এতদর্থে ইতর-প্রয়োগ; হাঁ-হাঁ বা "হ হ" হইতে উৎপত্তি কি? অলপ্-পাইয়া—অল্পায়ু, স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত কটুবাক্য। অংখার—অহঙ্কার, জাঁক।

আ

আই আই—ছি ছি। আইজান—বন্ধ করা, যথা কপাট আইজাও। ঘুচান দেখ। আইড়া—যে সহজে তর্কে হার মানে না; কটুবাক্য বিশেষ; তুঃ * অবুঝ। আইয়ো—এয়ো, সধবা স্ত্রী, তদ্রূপ আইস স্থলে পশ্চিমবঙ্গে এসো। আইলসা—আগুন রাখিবার মৃৎপাত্র। আকল—কষ্ট, প্রতিশোধ; যথা, কেমন আকল। আখা—উনান, চুল্লী। আগ্গুট—শিশুর আবদার। আগর্—দুরূহ, শক্ত। আঙ্গুট—আংটী, অঙ্গুরি। আচই, আচি—নারিকেলের মালা, নারিকেলের বহিরাবরণ দ্বারা নির্ম্মিত বাটি; মালই শব্দও ব্যবহৃত। আচানি শাল—আহারের পর আচমনের স্থল, আঁস্তাকুড়। আজা—মাতামহ। আজীমা—মাতামহী, তুঃ অন্যত্র প্রচলিত আই বা আই-মা। আঁজুলা—অঞ্জলি শব্দজ। আঠু—হাঁটু। আড়া, আড়গোড়া—বলিদানের হাড়িকাঠ। আধলা—আধ পয়সা। আপনে—আপনি। আবাগী—অভাগী, গাল বিশেষ। আবু—খোকা (কচিৎ), ময়মনসিংহে বিশেষ ব্যবহৃত। আমচুর—ফালি ফালি কাটা রৌদ্রে শুকান আম, আমসি। আমেল—অম্বল, টক্। আলগচ্ছে—আলগোছে, সম্যক্ স্পর্শ না করিয়া। আস্য—আবহমান কাল প্রচলিত পারিবারিক আচার বা রিতি; যথা, আমাদের বাড়ীতে পাট কাপড় পরিয়া ভাত খাওয়া

---

* তুঃ—cf বা "তুলনা কর" কথার সংক্ষেপরূপে ব্যবহৃত হইল।

আস্য। আসন—আরোগ্য, ইতরপ্রয়োগ। আস্তে—ধীরে, নিঃশব্দে; বেত্রপাণি গুরু-মহাশয় হাঁকেন "আস্তে!" আহাল—অবস্থা। আসলে—বাস্তবিক।

ই

ইচা মাছ—চিংড়ি। ইটা—ইষ্টক খণ্ড, ঢিল, ঢাকা দেখ। ইফিরা—এবার, তুঃ সেফিরা বা সেবার। ইলসা—ইলিস মৎস্য। ইসে—যাঁহাদের শব্দের প্রতি বিশেষ আধিপত্য নাই এমন লোকদের ব্যবহৃত শব্দসংযোজক অব্যয়; বিক্রমপুরে অসহনীয় ব্যবহার।

উ

উচা—উচ্চ, উচু। উফড়া—মুড়কি। উরুণ—মুড়ি। উরুস—ছারপোকা, তল্পকীট। উলু—উই, রুই, বল্মীক।

ঊ

ঊনা—কম, শূন্য, খালি। ঊরাৎ—উরুদেশ, জানুর উপরিভা

এ ঐ

এউগা—একটা, অশিষ্ট-প্রয়োগ। ঐষ্টক্ষণ—অষ্টক্ষণ বা অষ্ট-প্রহর অর্থাৎ সর্ব্বদা, ইতর-প্রয়োগ।

ও

ওমা-ওমা—ঈষদুষ্ণ। ওয়াড়—বালিসের খোল। ওস্—হিম, ঠাণ্ডা। ওচা—অল্প জলে মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

ক

কণ্ঠু—ইঁচড়, অপক্ক কাঁঠাল। কন্থে—কোথা হইতে, ইতর-প্রয়োগ। কনে—কোথায় কম্মা, কর্ম্মা—সাংসারিক কাজকর্ম্মনিপুণা বালিকা বা বধূ; যথা, বউটী-তো বেশ কম্মা। কল্লা—ঝগড়াটে মুখরা স্ত্রীলোক, যার গলা কল কল্ করে। কলস্—কলসী, ঘড়া। কলি—কুঁড়ি, কোরক। কাইজা ক্যালাঙ্কার—অনর্থক ঝগড়া। কাইঠা—কচ্ছপ, কূর্ম্ম, কমঠ, দুয়া। কাইডা—নৌকায় মাঝিদের বংশনির্ম্মিত তৈলাধার। কাইয়া, কাউয়া—কাক। কাইয়া লোপ্—কড়ে অঙ্গুল। কাইলা—মেঘযুক্ত আকাশ। কাকই—মাথার চিরুণী। কাচি—কাস্তে, শস্য-কর্ত্তনী। কানি, তেনা—ছিন্নবস্ত্র খণ্ড, নেকড়া। কাম—কর্ম্ম, কাজ। কামলা—মজুর। কারুরে—কাহাকেও। কাশ—কাশি। কাসন্দ—কাসুন্দি। ক্যা, ক্যান্—কেন, কিজন্য। ক্যাতকুতু—কুতুর কাতুর। কিরা-কাড়া—শপথ বা দিব্য-গ্রহণ, তুঃ মাথার কিরা। কিসের লাইগা—কিসের লাগি, কেন; ক্যা দেখ। কিষ্ট বাবু—কৃষ্ণবাবু। কুকী—খুকী, শিশুকন্যা। কুচুকৈরা—কুচক্রী, দুষ্ট; যথা কুচুকৈরা পোলাপান অর্থাৎ দুষ্ট ছেলে; স্ত্রীলোকের প্রয়োগ। কুটকুটা—অতিশয় ময়লা, কালা কুটকুটা কাপড়; তুঃ ঘুটঘুটা, কুরকুরা ইত্যাদি। কুচকুচা—উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। কুত্তা—কুকুর। কুশইল—ইক্ষু,

আক, গ্যাওারি। কেইছা—কেঁচো, মহীলতা। ক্যেম্বে, ক্যাম্বায়—কেমনে, ইতর-প্রয়োগ। কৈতর—কবুতর, পায়রা। কৈলাম—কিন্তু; যথা, দেখ, সে কৈলাম যাইবো (যাবে) না। কৈলকত্তা—কলিকাতা। কোকা—খোকা, নম্ভ দেখ। কোটা—আকুঁষি, আকর্ষণী। কোরাণি—নারিকেল কুরিবার দন্তবিশিষ্ট গোলাকৃতি যন্ত্র। কোল-বালিস—পাশ বালিস। ক্ষীরাই—স্থূল ও খর্ব্বাকার শশ্যবিশেষ।

খ

খড়ি—জ্বালানি তৃণকাষ্ঠাদি, লাকরি, কাঠি। খপ্পৎ করিয়া—হঠাৎ, আচম্বিত। খয়—খয়ের, খদির। খসখসা—অমসৃণ। খাইজ, খাউজ—চুলকানি। খাড়া—দাঁড়ান। খাড়া-কখাড়া—অতিশীঘ্র, তাড়াতাড়ি। খাড়ু—মল, পায়ের গহনা। খাদা—জমীর পরিমাণ, ষোল পাখীতে এক খাদা। খাপ—মলাট। খাপ্পা—কুপিত। খাবাসি—বাখারী বংশোদ্ভব শলাকা। খাম—ঘরের খুঁটি, দারুস্তম্ভ। খামাখা—অনর্থক, মিছামিছি, অকারণ। খালি—কেবল, তুঃ মোটে। খানে—স্থানে, কোন্ খানে কোথায়; তুঃ এখানে, সেখানে। খাড়, নাড়া—খড়, তৃণ। খিদা—ক্ষুধা। খুবরী দেওয়াল—কুলুঙ্গি। খেদান—তাড়াইয়া দেওয়া। খুইষ্টা—শৌচাশৌচ জ্ঞানবিহীন, খৃষ্টান বা খিষ্টান শব্দজ। খেরকি—জানালা।

গ

গতর—গাত্র, শরীর; গতর খাটা—শারীরিক শ্রম। গব গব—জলপতনের শব্দ। গলই, গলি—নৌকার দুই অন্তভাগ, আগাগলি ও পাছাগলি। গয়া—ফড়িং বিশেষ। গাঙ—নদী, ইতরপ্রয়োগ, গঙ্গা শব্দজ। গাছা—প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠাধার। গিরু—গাঁইট, গ্রন্থি, গিরা। গুদারা—খেয়া ঘাট। গুইসাপ—গোসাপ। গোড়—গুঁড়ি; গাছের গোড়ে—গাছের মূলে, তুঃ আগা—গোড়া। গুরমুড়া—পায়ের গোড়ালি। গুড্ডি বা ঘুড্ডি—ঘুড়ি। গুয়া—সুপারি। গো—দের, বহুবচনান্ত ষষ্ঠী-বিভক্তি; আমাগো—আমাদের; কাগো—কাদের ইত্যাদি। গোদানি—উল্কী। গোসা—অভিমান; বালকবালিকার—অভিমান অর্থে প্রয়োগ। গোয়াল—গয়লা, গোয়ালা। গোহাইল বা গোয়াইল—গোশালা, গোয়াল।

ঘ

ঘণ্টা—রম্ভা বা কদলীর শব্দের ন্যায় অশিষ্টপ্রয়োগ; যথা, তাঁহার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর!—ঘণ্টা—কিছুই নাই—ঠন্ ঠন্। ঘশি—ঘুটে, শুষ্ক গোময়। ঘাও—ঘা, ক্ষত। ঘ্যাগ—গলগণ্ড। ঘিলু—মস্তিষ্ক, মগজ। ঘুচান—খোলা; যথা কে ভিতরে?—কপাট ঘুচা। ঘুটঘুটা—খুব আঁধার, যথা অন্ধকার ঘুটঘুটা।

চ

চকি, চৌকি—তক্তাপোষ, খাট। চক্ক—মই। চলা—জ্বালানি কাষ্ঠখণ্ড, চেলা।

চাকা—লোষ্ট্র, ঢিল। চাকু—ছুরি। চাঙ্—মাচা। চারি—হাতের বা পায়ের নখ; লোখ্ দেখ। চান্দরা—দোচালা ঘরের দুই অন্তঃস্থ ত্রিভুজাকৃতি স্থান, যথা চান্দরার বেড়া। চ্যাগা দলিত হইয়া চেপ্টা। চিকা—ছুঁচা। চিবি—ফাঁক, যথা কবাটের চিবিতে (ফাঁকে) কাইয়া লোথে (কড়ে আঙ্গুল) চেঙ্গী লাগছে (চাপা পড়েছে)। চীথৈর—চীৎকার, চেঁচান। চীপা কুঠুরি—দালানের ছাদে উঠিবার সিঁড়ির উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। চুকা—ট'ক, অম্ল। চুকি দেওয়া—উকি, গোপনে থাকিয়া দৃষ্টি করা। চেঙ্গড়া—বালক। চেংরাপানা—ছেলেমি। চোট্টা—প্রবঞ্চক। চেঙ্গি—চাপা, চিবি দেখ। চোকলা, চোচা—ফলের খোসা। চোখা—সূক্ষ্ম, যথা, তাহার নাক চোখা, "ঘোচা" না। চেল্লা—বিছা, বৃশ্চিক। চোখ উদান—চোখ উঠা।

ছ

ছচি—অশুচি, অশুদ্ধ; যথা, আমারে ছুঁইস না, আমি ছচি করছি। ছঞ্চা—ঘরের চালের অধোপ্রান্ত। ছন—উলুখড়। ছাও—ছানা, শাবক। ছাইলা, ছাওয়াল, পোলা—ছেলে, পুত্র। ছাওয়াল-পান—ছেলেপিলে। ছাতি—ছাতা, ছত্র। ছানা—বোরা, গুণ। ছিম—আনাজ বিশেষ। ছিয়া-বিয়া—বিশৃঙ্খল। ছেমড়া—ছোকরা, বালক তুচ্ছার্থে। ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু। ছেবলা—অল্পবুদ্ধি ও বহুভাষী লোক, নিন্দার্থে। ছোচা—লোভী, পেটুক। ছোটকালে—বাল্যকালে, ছেলে বেলা। ছোৎ করিয়া—শীঘ্র। ছোবা—ছোবড়া। ছৈদ—ছুাল। ছাড়-দেওয়াল—চারিদিকে ঘেরা পাচীল। ছ্যামায়—কাছে, সামনে।

জ

জালা—বৃহৎ মৃণ্ময় জলাধার, ঢাকাই জালা দেখিবার জিনিস। জালি—কচি, যথা জালি পাতা। জালালি কৈতর—কৃষ্ণবর্ণ পারাবত। জিগাইলে—জিজ্ঞাসা করিলে। জুনি পোক—জোনাকি পোকা। জেঠি—জেঠাই। জো—তুক-তাক্, ঔষধ দ্বারা বশীকরণ, পানের সাথে অষুদ দিয়া জো (জয় ?) করেছে। জোকার—হুলুধ্বনি বা উলু, জয়কর শব্দ। জুইত—সুবিধা।

ঝ

ঝাইল—বেত্রপেটিকা বা পেটেরা, এখন ট্রাঙ্কের আমল। ঝাকা—চাঙ্গাড়ি। ঝারী—গাড়ু, ভৃঙ্গার। ঝিনই—ঝিনুক। এখন দুগ্ধপোষ্যদের জন্ত চামচ হইয়াছে। ঝাওয়া, ঝামা—বেশী দগ্ধ ইষ্টক। ঝোমন—তন্দ্রা, ঘুম পাওয়া। ঝড়ি—ঝড়।

ট

টাগা—ঘুনসি, বাইটা, শব্দও ব্যবহৃত। টাবলা—অনর্থক বহুভাষী বাচাল, ছেবলা দেখ। টালা দেওয়া—বৃক্ষারোহী বালকের মস্তকে পাখীর চঞ্চুপ্রহার, ছানা রক্ষার জন্ত। টুকটুকা—লালরঙ্গ, ছোট জিনিস উপলক্ষে; বড় হইলে ডুগডুগা। টেঙ্গুড়—এক পায়ে হাঁটা। টুরি—ক্ষুদ্র ডালা ডালা, দেখ। টাল্কা—ঠাণ্ডা, শীতল।

ঠ

ঠাটা—বাজ, বজ্র। ঠাই ঠ্যান্—কাছে, ঠেঁয়ে, যথা বাপের ঠাই চাও, আমার ঠ্যান্ নাই। ঠৈটা—প্রবঞ্চক, যে খেলায় দুষ্টামি করে। ঠেটাপানি—ঠেটামি, বজ্জাতি। ঠোকর—গালে ঠোনা মারা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার।

ড

ডখি—মৃন্ময়পাত্রবিশেষ, মালসা। ডা, ডি—টা, টি, কোন্‌ডা, কোন্‌ডি ইত্যাদি স্থলে ব্যবহার। ডাটা—বৃন্ত, বোঁটা। ডাব-ছোলা—ছোট দা, নারিকেল ভাজিতে ও উহার শাঁস সংগ্রহে ব্যবহৃত। ডালা—বংশনির্ম্মিত পাত্র, মুড়ি মুড়কি ভোজনের জন্ত; চুপড়ী। ডর—ভয়। ডুগডুগা বা ডগডগা—বেশীলাল, টুকটুকা দেখ। ডৈল—গঠন। ডোয়া—গৃহের ভিত্তি। ডোল ধান—ধান, চাল প্রভৃতি শস্ত রাখিবার বৃহৎ আধার।

ঢ

ঢলঢল—কাতর, যথা খিদায় (ক্ষুধায়) ঢলঢল করিয়া ফিরে (বেড়ায়); বিষে ঢলিয়া পড়া। ঢাহা—ঢাকা, ইতর-প্রয়োগ। ঢুম—ঢোল, শিশুদের-প্রয়োগ।

ত

তথিৎ—অনুসন্ধান, তদ্বির। তগো—তোদের। তর—তোর। তরকা—তাকিয়া। তা—অনির্দ্দিষ্ট বিষয়সমূহের সর্ব্বনাম; যথা সকল তা ঠিক রাখ। তালাস—খোজ, অনুসন্ধান। তাইল্লাইগা—তাই লাগি, সেইজন্ত। তামুক—তামাক। ত্যানা, তেনা—নেকড়া, ছিন্ন-বস্ত্র খণ্ড, কানি। ত্যানে—তা-হ'লে, তাহা হইলে। ত্যান্দর—দুষ্ট। তিকিচ্ছা—চিকিৎসা। তুলতুলা—খুব নরম (তুলার স্তায়)। তু—কুকুরকে আহ্বান সঙ্কেত। তেড়িবেড়ি—বক্র-ভাব, অসারল্য। তৈলাচোরা—তেলা-পোকা, আরসুলা।

থ

থনে, থিকা—হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা। কোহান্ থনে—কোত্থেকে, ইতর-প্রয়োগ। থাপড়—চাপড়, চড়, থাবড়া। থাপা—থাবা, থাবড়া দিয়া কাড়িয়া লওয়া। থোওন—রাখন, স্থাপন। থোড়—মোচা, কদলীফুল। থোৎমা—চিবুক, দাড়ি, থুতি। থ্যাতা—চেপ্টা।

দ

দকনা—অমুক, ফলনা দেখ। দলামোচড়া—কোন জিনিস (কাপড় কাগজ ইত্যাদি) হস্তের মুষ্টিতে লইয়া নিষ্পেষণ করা। দাও—দা, কাটারি। দানা—স্ত্রীলোকের কণ্ঠাভরণ, মালা; এখন হার ব্যবহার। দিকশিক বা ভাক ভাক—মানসিক প্রফুল্লতার অভাব। দুত্তোরিনা—ঐ ভাব; যেমন দুত্তোরিনা! বড় দিকশিক লাগে—কিছু ভাল লাগে না—যাই চলে ইথান থিকা। দিশা বিশা—ভাল বন্দোবস্ত বা শৃঙ্খলা করা। দুয়ার—দ্বার, ঝাপ, যথা দুয়ারটা দেও অর্থাৎ কপাট বন্ধ কর; অন্তার্থ উঠান, আঙ্গিনা। দুর্ম্মশা—দুর্ম্মতি, দুষ্ট অপচয়কারী বালকের প্রতি

অভিভাবিকার কটু বাক্য। দুঃখু পাই। —উঃ লাগে! (চিমটী কাটিলে)। দৈলা—পিটালি নির্ম্মিত পুলী, পিষ্টকবিশেষ।

ধ

ধন্না—কড়িকাঠের উপর চালের অবলম্বন স্বরূপ খর্ব্ব বংশদণ্ড। ধারা—চেটাই, মাদুর বিশেষ। ধুরু।—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়, যথা ধুরু। তাও কি হয়; "দূর হ" কথা হইতে। ধুৎ—ঐ। ধামা—বেতের চাঙ্গাড়ী, টুকরি।

ন

নণ্ড—খোকা। না করা—অস্বীকার বা মানা করা; যথা, সে "না করে" যাইবার (যাইতে) পারিবে না; তিনি আমারে যাইবার "না করেন"। নয়া—নতুন, নূতন। নাড়া—খীচালি, শুষ্কতৃণ। নাইড়া মুড়া—চুলহীন ন্যাড়া মুণ্ড। নাড়ি—কাপড়ের পাড়। নাহাক—বৃথা, মিছামিছি। নি—তো, কি; সে ভাল আছে নি? তুমি নি ইহা করিতে পারিবে? নীলদাঁড়া—মেরুদণ্ড, পিঠের শিরদাঁড়া। নে—দূর ভবিষ্যৎবোধক অব্যয়; যথা, আচ্ছা, করিবনে বা করুমনে অর্থাৎ করিব যখন সুবিধা পাই। নছল্লা—ন্যাকামি। নালিতা—পাট।

প

পলান—লুকাইয়া থাকা, পলায়ন শব্দজ। পলো—বিড়াল প্রভৃতি হইতে দুগ্ধাদি রক্ষার নিমিত্ত বংশনির্ম্মিত আবরণবিশেষ। পাও—পা। পাছ-দুয়ার—খিড়্‌কি। পান বানা—পান সাজা। পাটা-পুতা—শিলনোড়া। পাতিল—মালসা। পাতুরি—মাছের তরকারি। পাখি—জমীর পরিমাণ বিশেষ। পাটখড়ি—পাটকাঠি, প্যাকাটি। পালান—বাগিচা, উদ্যান। পান খাউনি—চুণের সঙ্কেত নাম; মেয়েলি শাস্ত্রানুসারে চুণ বিনামূল্যে বা ধারে আনিতে নাই; সুতরাং প্রতিবেশীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে গেলে "পান খাউনি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। পারা—পদ দলন, পা দিয়া মাড়ান; পদাঙ্ক, যথা লক্ষীর পারা। পাঁচড়, পাঁচড়া—খোস। প্যাঁক্—পঙ্ক, কাদা। পালা পানসারা—দাঁড়ি-পাল্লা। পোক—পোকা। পোলা—ছেলে, পুত্র, ছাওয়াল দেখ। পোলা-পান—ছেলেপিলে।

ফ

ফলনা, দফনা—অমুক। ফাল—লাফ, লম্ফ। ফালা—ছিন্ন, বিদীর্ণ, ছেঁড়া; কাপড় খানার মধ্যে মস্ত এক ফালা। ফাসা—ফাঁক। ফিরা—বার, যথা, ইফিরা এবার, সেফিরা সেবার। ফিরন্—বেড়ান, চলা ফিরা। ফুটা—ছিদ্র, ছ্যাঁদা। ফুর ফুরা—খুব ধলা। ফেকন—ছুঁড়ে ফেলা, নিক্ষেপ। ফেউর—শিয়াল। ফৈর—পাখীর পালক। ফোট—ফোঁড়া। ফুট্টি, ফুটানি—জাঁক, গর্ব্ব। ফাৎরা—কলা গাছের ছোবড়া।

ব

বইল, বউল—মুকুল। বয়লা—বালা, হাতের গহনা। বল্লা, বয়লা—বোলতা।

বন্ধ—বন্ধ, যথা স্কুল বন্ধ। বয়ই—কুল (ফল)। বাউলী—বেড়ী (রন্ধন কার্য্যের)। বাইত—বমি। বাথি—অর্দ্ধপক্ক ফলের প্রতি প্রযুক্ত। বাগুণ, বাইগণ—বেগুণ। বারুণ—ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী। বারি দেওয়া—লাঠি প্রভৃতির আঘাত। বাজি—ফুটি (ফল)। বাদ—মনোমালিন্য। বানান—গড়া, তয়ের করা। বাইটা—মাজার ঘুনসি, টাগা। বাহারের—বাহার যুক্ত, বেশ সুন্দর। বাইল পড়া—ধন্না দেওয়া। বিলাই—বিড়াল। বিলাত যাওয়া—নাপিতদের খৌরকার্য্যে বাহির হওয়া। বিষ করা—বেদনা অনুভব; আমার পেট বিষ করে। বীচি—বীজ। বিহান—প্রাতঃকাল। বুড্‌ডুরে!—খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভিব্যক্তি। বেজী—নকুল, নেউল। বেবাক—সমুদয়। বেকা-কোকা—বেশী বক্র। বেজকন্না—বৈদ্য-কন্যা; দ স্থলে জ, ধ স্থলে ঝ চির নিয়ম; তুঃ অদ্য আজ, মধ্য মাঝ। বোচা—খাঁদা নাক। বোলে—নাকি; যথা, সে বোলে আজই ঢাকা যাইবো (যাবে)।

ভ

ভাইস্তা—ভাইপো, ভ্রাতৃজ, ভাতিজা। ভাজ পাওয়া—টের পাওয়া। ভাদাইল—কলাগাছের মধ্যস্থ সারাংশ, আনাজ বিশেষ। ভেঙ্গি, ভেলান, ভেংচি—মুখবিকৃতি, ভেউচনা। ভোগা দেওয়া—ছলনা করা, মিথ্যা ব্যবহার। ভাও—দর।

ম

মচ্ছপ—মহোৎসব, ভোজ। মজগুড়—মাগুর মাছ। মটুক—মুকুট, টোপর। মরিচ—লঙ্কা। মর্ত্ত, মর্ত্তন—বাস্তবিক, ঠিক বলছি ইত্যর্থে প্রয়োগ; যথা আমারে ৫৲টা টাকা এখন দেও, আমি মর্ত্ত কাইল বিহানে ফিরত দিমু। মস্তরাম—খুব বড়। মাইচা—চেয়ার, কেদার। মাইজাশাল—ঘরের মধ্যস্থল। মাইথানী—মধ্যাহ্নে অন্নভোজনের পূর্ব্বে চাকর বাকর ও মজুরদের 'জলপান' মুড়ি, চিনি ইত্যাদি। অনুমান হয় পূর্ব্বে কৃষকেরা মধ্যাহ্নে ঐরূপ আহার করিত, পরে ক্ষেত্র হইতে অপরাহ্ণে বা সায়ংকালে আসিয়া অন্নভোজন করিত। মাইয়া—মেয়ে। মাচি—মাচা, মঞ্চ। মাছ মারা—মাচ ধরা। মাজা—কোমর। মাঠা—ঘোল, তক্র। মাকর—মাকড়শা। মালই—নারিকেলের মালা। মিস্থি—মুটে, কুলী, (ঢাকা সহরে ব্যবহৃত); যাহারা মেহনত বা পরিশ্রম করে এই অর্থে বোধ হয়। মুজা—মোজা। মোছ—গোঁপ। মোটে—কেবল, সবে মাত্র। মোটেই—একেবারেই, সে মোটেই যায় নাই। মুচুমুম—বেবাক, সমুদয়, সব। মেরকুট্টি—অতি দুর্ব্বল।

য

যুয়ান—যুবক, যুবাপুরুষ। যাতা লাগা—চাপা পাওয়া। যানি—যেন; সে কোথায় যানি গিছে।

র

রচনা—পূজার নৈবেদ্য, লাড্ডু, মুড়কি, মিঠাই প্রভৃতি যাহা ঘরে তয়ের করিতে হয়।

রাইল—মৃত্তিকাপাত্র বিশেষ, হাঁড়ি। রাম—তামাকের গুড়, অন্য নাম লোচা, নালি। রাঁধুন ঘর—রান্নাঘর, রন্ধন-গৃহ। রাংতা—ডাকের সাজ। রে—কে, কর্ম্মকারকের বিভক্তি, তাহারে আমারে ইত্যাদি।

ল

লটকা—বর্ষাকালে জাত এক প্রকার ক্ষুদ্র বন্য ফল। লগি—নৌকা-চালনার দীর্ঘ বংশদণ্ড। লগে—সঙ্গে, সাথে; লগ্ন শব্দজ। লাইগা—লাগি, জন্য; তগো লাইগা—তোদের জন্য। লাগুর—সাক্ষাৎ; যদি দিনের লাগুর পাই—যদি আমার সুদিন হয়। লাগে—উচিত কর্ত্তব্য ইত্যর্থে; তোমার ইহা কারণ লাগে (করা উচিত, করিতে হয়)। লাথ্থি—লাথি। ল্যাঠা—মুস্কিল, শক্ত। লেমু—লেবু। লোথ্—আঙ্গুল; নখ, অন্য নাম চারি। লোড়—দৌড় দেওয়া।

শ

শলা—বড় ঝাঁটা, প্রাঙ্গণসম্মার্জ্জনী। শরীল—শরীর। শাস্ত্রের কথা—উপকথা, রূপকথা। শুলাক—ছিদ্র। শুধাশুধি—মিছামিছি, খামকা, বৃথা।

স

সপ—মাদুর। সবরী আম—পেয়ারা। সর্ত্তা—গুবাকাদি ছেদনার্থ বাঁতি। সাজি (সজ্জা শব্দজ) ছোট ডালা, ফুল বা তরকারি রাখিবার জন্য; "ফুলের সাজি", "বাজারের সাজি" চুপড়ী বিশেষ। সাতীর—কড়ি কাঠ। সামলান—লুকাইয়া রাখন। সামাতি—ঘরের চালে সামতি দেওয়া, তলা হইতে একজন মজুর কর্ত্তৃক চালের উপর উপবিষ্ট অন্য মজুরকে বন্ধন রজ্জু চাল ভেদ করিয়া প্রদান। সা-দরজা—সদর দ্বার বা সিংহদ্বার; সা-রাজা সুতরাং শ্রেষ্ঠার্থ। সিদা—অতিথি সৎকার নিমিত্ত চাল, ডাল প্রভৃতি উপকরণ সমষ্টি। সোড়া মাছ—শীতকালের শুক মাছ। সিংটাল—হিংসা, "সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ"। সুল্পি—সড়কি, বর্শা।

হ

হ—হাঁ। হল্লিয়া রে!—খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভিব্যক্তি, তুঃ বুড্ডুরে। হাউস—সাধ। হাস—হাসি। হাবেলি—বাসাবাড়ী। হাড্ডি—হাড়। হাচুন—ঝাঁটা, বারুণ। হাবাইতা—লোভী, পেটুক, হেঁচো। হেচি—হাচি। হোগলা—মাদুরবিশেষ, চেটাই।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সাঁওতালী গান

হিন্দুজাতি ও সাঁওতাল জাতি একই বঙ্গজননীর সন্তান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের বুদ্ধিমান-হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে এবং উহাদিগকে আদর্শ করিয়া সতত আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দু-ভাইগণ তাহাদিগের এই অবোধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখেন না। কাজে কাজেই ইহাদিগকে মিশনরীগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। মানভূম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মত পণ্ডিতবর্গ এই মানভূমের প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন রাজবংশ ও শিলালিপি প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই মানভূমে সজীব অনার্য্যজাতিগণ রহিয়াছে; যাহাদের ভাষা, উপকথা, আচার-ব্যবহার ও গান বোধ হয় ভগ্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষা অতীতের রহস্য অধিকতর উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ। বঙ্গ-সাহিত্যে এই অনার্য্য-জাতিগণকে লইয়া বিশদ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা চিরদিনই তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-ভ্রাতৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া ইহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন ব্যতীত সুখে দুঃখে কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না।

সাঁওতাল জাতির গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা পরিশ্রমশীল, কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রমভার লাঘবের জন্য গান করিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সঙ্গীত উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ। বিবাহ এবং উৎসবাদির সময় দলবদ্ধ হইয়া বাজনার সহিত নৃত্য করিয়া গান করাই ইহাদের প্রধান স্ফূর্ত্তি।

যদি ইহারা কোনও ঘটনা দেখে এবং যাহা ইহাদিগের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় ইহারা তখন সেই বিষয়টি লইয়া গান বাঁধিতে চেষ্টা করে। নমুনা-স্বরূপ গান নিম্নে দেওয়া গেল। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সাঁওতালী কথা অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক লেখা যায় না; কারণ সাঁওতালী কথার উচ্চারণ অনেক স্থলে বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না। মিশনরীগণ সাঁওতালীভাষা লিখিবার জন্য একরূপ ইংরাজী রোমান বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নূতন বর্ণও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাহা হউক অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহায্য না লইয়াও সাঁওতালী উচ্চারণের ধারা বাঙ্গালা অক্ষরে বুঝান যায়। তবে একটি অক্ষরের দরকার। এইটি পালী 'অয়েন' অক্ষরের স্বরূপ অর্থাৎ Guttural অ। এইটি আমরা লুপ্ত অকার দিয়া প্রকাশ করিব। যেমন পালী—'মালুম' এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের কৃত বর্ণমালায় 'মঽলুম' এইরূপভাবে প্রকাশিত হইবে।

নিম্নলিখিত সাঁওতালী গানটি বোধ হয় কোনও অতীত ঘটনার বর্ণনা।

চেতান দিসুম্‌রে ঝুরিকরা লতার দিসুম্‌তে ঝুরিকরা
কিন্ আড়্‌গই সড়ক সড়কৃতে।
তালি সাকামতে কিন পহজি উলি ডেরই তিকিম কলম
রাম রাম কিন পড়াহে।

অর্থ—পশ্চিমের দিক্ হ'তে এক জোড়া ছোকরা পূর্ব্বের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায়।
তালপাতের বই আমপাতার শিরের কলম রাম বাম ক'রে পড়ছে।

সাঁওতালী কবিগণের ভাষায় কথার সংখ্যা অতি কম ছিল। সাঁওতালী জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য তদধিক কম। কিন্তু বোধ হয় কতকগুলি গানে সাঁওতাল কবিগণ তাহাদের দৈনিক জীবনের সামান্ত ঘটনা লইয়া গভীরতর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

অত্‌ললো সেরমাসিতুম, সিতুম কান্দে মনেওয়া—
সিতুম কান্দে মনেওয়া। হররিগি চাটানি
হররিগি বাড়ি উমুল উমুলান পে মানেওয়া—
উমুলান পে মানেওয়া।

অর্থ—জমীটি গরম, উপরে রৌদ্র রৌদ্র লাগছে রৌদ্র লাগছে।
রাস্তায় পাথর আছে রাস্তায় বড় গাছের ছাওয়া আছে।
জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা, জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা।

এই সংসারে দুঃখ কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর পরিণামে শান্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দার্শনিকবৃন্দ মনুষ্যগণকে ইহাই বুঝাইয়া শান্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। সাঁওতালগণও যখন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে গরম পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয়া তাহাদের মনকে ঐরূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে।

নীচের গানটি কোনও বিরহ কাতর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহারই গান।

ওড়াং আরে মা ইঞা আপা।
বাচা রেমা আতো হও।
ওকা রেবা মেদা ইঞ দদা।
ইঞ রেয়া দায়া বাড়ে সেনাতাম থান্।
রেঞেঃ কইড় মেদা দদ্ মে।

অর্থ—ঘরেতে মা বাপ্।
আজনাতে তো গাঁয়ের লোক।
কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি।
আমার জন্ত দয়া তোমার আছে ত।
ঘুরে দেখে চোখের জল মুছে দে।

এই গ্রামে সরল প্রাণ সাঁওতাল তাহার মনকে প্রবোধ দিতেছে যে, যদিও তাহার স্ত্রী-বিরহ দুঃখে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার মা বাপ রহিয়াছে, গাঁয়ের লোক রহিয়াছে, যাহারা তাহার স্ত্রী অপেক্ষা কম অন্তরঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া জল মুছাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া যাইবে। যদি ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার একটা প্রধান উপায় বিশ্বজনীন দুঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া। সাঁওতাল তাহাদের সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহা আজকাল্কার সভ্য-জগতের অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে।

সাঁওতালী গানের কোন কোন স্থানে দুই এক লাইন খাঁটি বাঙ্গালা থাকে। নিম্নলিখিত গানটি উহার উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ান গান।

চেতাঙ্‌ দিসম্‌ ক্ষণ হের একালা কয়লার যুগী
মাসে মাবাঙ কহ কয়দে ইমাই মে
কোলে আছে সোনের বঁধু কয়দে ইমাইমে।

অর্থ—উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী
দিয়েদে বড় বধু ভিক্ষা দিয়ে দে
কোলে আছে সোনার খোকা ভিক্ষা দিয়ে দে।

আর একটী গান দেওয়া হইল। ইহার দুই লাইন সাঁওতালী এবং দুই লাইন বাঙ্গালা। যথা—

অত্‌মা লো লোকান্‌	ডাঞান লোহকান্‌।
সেরমা সেতুন কান্‌	হবমঞ লোহকান্‌।
মনে কর হে ছাতা ধর।	মুচীকে বল হে পায়ে জুতা।
অর্থ—জমী গরম আছে	পাদুটি জ্বলেছে আমার
উপরে রৌদ্র আছে	শরীরটি জ্বলছে
ছাতা ধরতে মন কর	মুচীকে পায়ের জুতা
তৈয়ারী করিতে বল।	

নিম্নলিখিত গানটিতে সূর্য্য-গ্রহণ কেন হয় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে।—

মারাঙ্‌ বুরুরে দুসেৎ বেরইলে কানায়
হারা লতায় লতার তে
মানেওয়া হড়কো বেরইলে কানায়
মানাওয়া মায়া জালাতে
চাদবঙা জনম্‌ জনমে হইড়ি এনায়।

অর্থ—বড় পাহাড়ে দুসেৎ লোকেরা ছিল
মানুষ পাহাড়ের নীচের জমীতে ছিল

ছিল লোকেরা এক সঙ্গে ঘর করে

ছিল পরস্পরের মায়ার বাঁধনে।

ভগবান্ সূর্য্য জন্মে জন্মে ঋণ শোধ করিতে পারিতেছেন না।

গানের মর্ম্মটি সাঁওতালদের এই বিশ্বাসটি জানিলে বুঝা যায়। সাঁওতালদের ধান এবং ধানের চাষ ছিল না। ভগবান্ সূর্য্য সাঁওতালদের মঙ্গলের জন্য দোসাৎ জাতির নিকট হইতে এক মুঠা ধান ধার করিয়া সাঁওতালদের প্রদান করেন। ভগবান্ সূর্য্যের এই ধার সুদে সুদে বাড়িয়া যাইতেছে, শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য দোসাৎ জাতির কদা কখনও কখনও সূর্য্যদেবকে ধারের জন্য পীড়ন করেন এবং তাঁহার তেজ কাড়িয়া লয়েন। সেই জন্য সূর্য্য-গ্রহণ হইল।

রামায়ণের ঘটনা লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি নাচে দেওয়া গেল।—

সীতা কারণাতে লংকা গাড়

লএনো জরি জাবা ওবে

ওঁনাতেড়ং তবোয়তেড়ং

হাড়ুম্ চাদ লএ না বে

অর্থ—সীতার কারণে লঙ্কাগড় জ্ব'লে গিয়ে ছিল

ওই কারণে সেই কারণে হনুমানও জ্ব'লে গিয়েছিল।

আর একটি গান দেওয়া গেল। যথা—

উবিন বীর'ত রাম লক্ষণাকে বল এনা

কইকি ইঙ্গাত কাপাট অলকেদা

রামে লক্ষণ কি বনবাসিন

অর্থ—অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল

কৈকেয়ী কপাট লিখে মেরে রেখে ছিল

'রাম লক্ষ্মণের বনবাস'।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

কালকেতুর চৌতিশা

(শ্রীচাঁদদাস রচিত)

ইহার দুইখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এক খানার বয়স ৬৮, এবং অপরখানায় ৫১ বৎসর। প্রথমোক্তটিব লেখকের রামচন্দ্র কেরাণী; ইহার নিবাস—'কধুবখীল' গ্রামে। ইনি বহুতর বারমাস ও চৌতিশা সংগ্রহ ক বয়া গিয়াছেন। ২য় প্রতিলিপি লেখকের নিবাস—চট্টগ্রাম—'করণ-খাইন' গ্রামে। রচয়িতার কিন্তু কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। দুইখানি প্রতিলিপির মধ্যে অবশ্য পাঠ-পার্থক্য আছে। পাদ-টীকায় ২য় পুঁথি হইতে পাঠান্তর সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। অনাবশ্যক বোধে কেবল একটীমাত্র শব্দের বিভিন্নতা সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিলাম না। কিম্ভূত কিমাকার ধাবণ করে বলিয়া অনুচিত হইলেও, অনেকস্থলে বর্ণাশুদ্ধি শোধন করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত চৌতিশারই রচনা-পদ্ধতি অতি অদ্ভুত ও হাস্যকর। এই একটিতেই যথেষ্ট পবিচয় পাওয়া যাইবে। ইতি। *

নমঃ গণেশায়।

কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইআ কলেবরে কর্কশ বন্ধন কাবাগাবে।
কৃপা কর বাঙ্গা পদে, কঙ্কনেব অপরাধে, (১) কলিঙ্গে কাটিবো কালি মোর ॥১
খলের নাহিক ভ্রম, খুদ্র বিপু নবাধম, খিছটিআ বন্দি কৈল মোরে। (২)
খাটে বসি মহারাজে, খলেব পাঠিলা কাজে, খাপ দিআ বন্দি কৈল মোবে ॥২
গোধারূপে পন্থ যুড়ি, গড়াইআ আছিলেন গৌরী, জ্ঞান না ছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণ কাসি, গাণ্ডিবে বান্ধিলুম আসি, গৃহে দিলাম গৃহিণীর স্থানে ॥
ঘরিণী ফুলরা রামা, ঘিবিআ ধরিল তোমা, ঘিছটিল কাটিতে তত্কাল।
ঘরের সেবক জ্ঞানে, ঘাইট না লইলা মনে, ঘুচাইতে পশুর জঞ্জাল ॥৪
উগ্রচণ্ডা নারায়ণী, উমে কালী কাত্যায়নী, উপজিলা গোধারূপ ধরি।
উপমা দিবারে নারি (৩) উলমত্ত বয়স ধরি, উপজিলা অম্বিকা সুন্দরী ॥
চাতুরি দেখিআ তোর, চপল চঞ্চল(৪) মোর, চুকাইআ কৈলা মোর ঠাঁই।
চাহিআ(৫) রহিলু গৃহে, চমকি উঠিল দেহে, চন্দ্রবদনী চণ্ডিকাই(৬) ॥৬

---

* ৮ম বর্ষের "পরিষৎ-পত্রিকায়" ৩য় সংখ্যায় মল্লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে একবার এই চৌতিশার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গিয়াছিল। (১৩শ পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

(১) 'অপবাদে'—২য় পুথি। (২) 'খেদাইল নৃপতির ডরে।—ঐ।

(৩) 'বলিতে'—২য় পুঃ। (৪) 'চরিত্র'—ঐ। (৫) চাহিতে চলিলুম গৃহে'—ঐ।

ছাড়িআ কৈলাশ দেশ, ছিন্ন ভিন্ন করি ভেস, ছোট ঘরে কৈলা অধিষ্ঠান।
ছন্নরে পাইলু ভএ, ছিদ্র পাইআ মহাশএ, ছল করি লইবো মোর প্রাণ ॥৭
জানিআ জঞ্জাল বড়, যুগল করিআ কর, জিজ্ঞাসিলু জননী বোলিআ।
জগত জননী আই, যুক্তি কৈলা মোর ঠাই, জয় দুর্গা নাম হরজায়া ॥৮
ঝটা কাজে নারায়ণি, ঝঙ্কারিআ বাম পাণি, ঝিলি মিলি করেতে কঙ্কন (৮)।
ঝাটে দিলা মোর তরে, ঝাটে লইলু ইন্দু শিরে (১০), ঝগড়া হইল তেকারণ ॥৯
ঞিঅম-কারিণি মাএ, ঞিস্তারিতে রাজা পাএ, নৃপে যদি (১১) করে হুরাছরি।
ঞিশ্চিন্তে আছিল আমি, ঞিবিয়ে পালিলা তুমি,
ঞিগর (নিগড়) বন্ধন কেনে মোরে(১২) ॥১০
টামন দেশের লোক, টুকেক নাহিক শোক, টানিআ বান্ধিল হাত পাও।
টল মল করে প্রাণ, টুটিল সকল জ্ঞান, টল মল (১৩) করে সর্ব্ব গাও ॥১১
ঠাঠ দেখি চতুর্‌ ভিত, ঠেলা দিলে (১৪) অনুচিত, ঠাকুরাণি সঙ্কটনাশিনি।
ঠেকিআ বিপক্ষগণ, ঠারাঠারি অনুক্ষণ, ঠগে করে উপহাস্য বাণী ॥১২
ডম্বুরুধারিণি গৌরি, ডাঙ্গ ডাবুস ধরি, ডর হোতে কর পরিত্রাণ। •
ডানে বামে দিআ হানা (১৬), ডগমগ করে সেনা, ডলিআ সবের লএ প্রাণ ॥১৩
ঢঙ্গ মতি নৃপদলে, ঢাক শক্তি তোরআলে, ঢাকি রহিছে কারাগারে।
ঢোল করে নিশিপতি, ঢাক ঢোল বাহে অতি, ঢেসা দিআ বলি দিবো মোরে ॥১৪
আন নাহি আন মতি, আন জনে করে ক্ষিতি (১৭) আন জনে কেনে কর মান(১৮)
আনহ খাবর অসি, আনন্দ বিস্তার বসি, আনন্দে রুধির কর পান ॥১৫
তুমি ব্রহ্মা হরিহর, তুমি স্বর্গ ধরাধর, (১৯) তব পদ ভাবে তিন লোকে।
তরাইতে পশুগণ, তোমার হইল মন, তুষ্ট হৈআ বর দিলা মোকে ॥১৬
থর্য্যদা করিআ ঘটে, (২০) স্থিতি কৈলুম গুজরাটে, স্থানান্তর হোতে আনি প্রজা।
স্থাবর কাটিলু হেলে, স্থিতি কৈলু সর্ব্ব বলে, থানা দিআ মুক্তি হৈলুম রাজা ॥১৭
দোলা ঘোড়া করি বর, দিলা দেবি বহুতর, দোহাই মান এ সর্ব্বলোকে।
দুন্দুভি বাজনা বাজে, দশ দিগে পাইকে সাজে, দুঃখহীন নাহি রোগ শোক ॥১৮
ধরাই ধবল ছত্র, ধীর মুখে শুনি শাস্ত্র, ধর্ম্ম প্রশংসা ব্রতকথা।
ধনের নাহিক ক্লেশ, ধার্ম্মিক সকল দেশ, ধর্ম্মপুত্র সম প্রজা দাতা ॥১৯

---

(৬) 'চণ্ডী আই'—ঐ। (৭) 'ছলের নাহিক ভয়'—ঐ। (৮) 'রতন'—২য় পুঃ।
(৯) 'করে'—ঐ। (১০) 'ঝটকি লইলুম শিরে'—(১১) 'কেনে'—ঐ (১৫) 'ঠমকে—২য় পুঃ।
(১৬) 'থানা'—ঐ (১৭) 'আনের না লইছি খিতি'—ঐ (১৮) 'আনে কেনে করে অপমান—ঐ
(১৯) 'তুআ'—ঐ। (২০) 'থৈর্য্য (দৈর্ঘ্য ?) করিলুম ঘটে'—২য় পুঃ।

নিত্যকিএ নিত্য করে, নগরে পতাকা উড়ে, নআনে দেখিতে সুললিত।
নাহি মোর কোন ভএ, নিত্তি থাকি নিজালএ, নাম মোর নারায়ণীর সুত ॥
পরম কতুক রঙ্গে, পুত্র তুল্য প্রজা সঙ্গে, পঙ্কজচরণে মাত্র আশ।
পতিতপাবনী তুমি, পতিত পাতকী আমি, পলকে করিলা সর্ব্বনাশ ॥২১
ফান্দে বন্দি কৈলা মোরে, ফুকরিআ ডাকম্ তোরে, ফিরিআ বারেক কর দৃষ্টি।
ফণীরূপে ধর খিতি, ফুট বাসে (ভাষে ?) করম স্তুতি, ফল দেঅ দূর কর রিষ্টি২১ ॥২২
বহিআ শর্ব্বরী জাএ, বেদনা না সএ (সয়) গাএ ; বন্ধনে ঢালিআ দেঅ পানি।
বিস্র হৈবে রাজা পাএ, বন্ধনে প্রাণি জাএ, বেদে বোলে বিপদনাশিনী ॥২৩
ভবানী ভাবিআ২২ গৌরি, ভদ্রকালী মাহেশ্বরি, ভবের বনিতা সর্ব্বজয়া২৩।
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরি, ভস্ম কর অধ ঐরি (অরি), ভয় হেতু ভাবম্ অভয়া ॥২৪
মৈষাসুর আদি করি, মহাকালী রূপ ধরি২৪, মোরে রক্ষা (রক্ষ ?) মঙ্গলচণ্ডিকা।
মহিমা অনন্ত গুণে, মোরে দয়া নাহি কেনে, মাহেশ্বরি২৫ রুদ্রাণি অম্বিকা ॥২৫
যক্ষস্তি বিজয়া জয়া, যগতের মহামায়া, যানিআ ধরিছম্ তুআ পাএ।
যোড় হস্তে বোলম্ তোরে, যশ দেও সেবকেরে, যন্ত্রণা দিবারে না যুআএ২৬ ॥২৬
রক্তবীর্য্য সংহারিলা, রুধির সকল পিলা, রণ মধ্যে রাখিলা খেআতি।
রোপনা করিআ চণ্ডী, রক্ষা কৈলা বিস্রখণ্ডি, রাজা পাদ কর২৭ অভ্যাস্তি ॥২৭
লম্পটে পাইল রাজ,২৮ লইল সকল কাজ,২৯ লণ্ড ভণ্ড কৈল প্রজাগণ।
লাঘব হইছে৩০ অতি, লক্ষ্মীমাতা সরস্বতী, লীলাএ মোরে করহ মোচন ॥২৮
বারাহিণি বৈষ্ণবানি, বজ্রদণ্ড সনাতনি, বজ্র হস্ত দিআ রাখ মোরে।
বিমানে করিআ ভর, বিপক্ষ বিনাশ কর, বিপত্তিতে ডাকম্ তোমারে৩১ ॥২৯
শাবিত্রী গায়ত্রী মেধা, শক্তিরূপা স্বাহা স্বধা, শক্তিহস্তে অসুরঘাতিনি।
শঙ্খ চক্র গদা লৈআ, সর্ব্ব শত্রু সংহারিআ, সেবকেরে রক্ষ সনাতনি ॥৩০
ষক্র সান সুরগণে, যেবা করে এক মনে, ষক্তর-ঘরিণি দশভুজা।
ষক্ষটমোচন জানি, ষানন্দিত হৈআ পুনি, ষহস্র-লোচনে করে পূজা ॥৩২
সিবানি সারদা ষষ্টি, সকল তোমার সৃষ্টি, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভুবন।
সুম্ভ নিশুম্ভ বলি, সংহারিলা শিব শূলি, সারঙ্গে পূজিল দেবগণ ॥৩২

(২১) 'ফল দেঅ দূর হউক রিষ্টি'—২য় পুঃ।
(২২) 'ভবানী'—২য় পুঃ। (২৩) 'হরজায়া'—ঐ।
(২৪) মহিষাসুরমর্দ্দিনী। মহাকালী কাত্যায়নী—ঐ।
(২৫) 'মোরে রক্ষা (রক্ষ)'—ঐ। 'যুগাএ'—ঐ। (২৬) 'মাগম্'—ঐ।
(২৭) 'কার্য্য'—২য় পু (২৮) 'লুটিলা সকল রাজ'—ঐ (২৯) 'করিলা'—ঐ।
(৩০) 'বিপত্তি ডাকম তোরে'—ঐ (৩১) 'হহকারে দিআ হানা'—২য় পুঃ।

হস্ত জোড়ে করয় স্তুতি, স্থির হৈআ মতি, চিত্ত কয় হয়ের ঘরিনি।
হুহুঙ্কার মারি হানা,৩১ হত কয় নৃপ সেনা, হিমগিরি রাজার নন্দিনি ॥৩৩
ক্ষেমঙ্করি থর্গধরি, ৩২ ক্ষয় কৈলা ৩৩ অথ অরি, ক্ষেম দোষ অভয়া পার্ব্বতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে প্রণামিআ, ক্ষিতিতলে লোটাইআ, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি ॥৩৪

"ইতি কালকেতুর চৌতিশা সমাপ্তং। ১১৯৭ মঘি।"*

শ্রীআবদুল করিম।

---

(৩২) 'রূপ ধরি'—ঐ। (৩৩) 'কর'—ঐ।

* ইতি কালকেতুর চৌতিসা লিক্ষতে লোপএ অএয়সে চ
মাআদিষ্টঃ যাদৃশং পুস্তকং দৃষ্ট্বা তাদৃশং লিখিতং ময়া। যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা
তার এত, সাধু পণ্ডিত, কৃষ্ণ কৃষ্ণতি কৃষ্ণতি জো যাং
স্মরতি নিত্যশঃ জলং ভিত্ত্বা যথা * * ইতি কাল-
কেতুর চৌতিসা সামপত্ত লেখকর শ্রীউমাচরণ ঘোষ দাস দাস।" এর পুঁথি। ইহা সন ১২১০ মঘির লেখা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনের
কার্য্য-বিবরণী

১৩১৬

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৩১৬), ৬ই জুন (১৯০৯), রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বিএল্ (সভাপতি)।

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। (২) পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। (৩) সভ্য-নির্ব্বাচন (৪) প্রবন্ধ—(ক) মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বিএল্ সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "বন্দিপুরের শ্যামরায়" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "লক্ষ্মণ সেন ও বখ্তিয়ারের বাঙ্গালা জয়" নামক প্রবন্ধ। (৫) প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক মুসলমানের বাঙ্গালা জয় সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত খোদিতলিপির প্রতিলিপি। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর
" উমেশনারায়ণ চৌধুরী
" দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী
" ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র
" সতীশচন্দ্র সরকার
" যতীন্দ্রসেবক নন্দী
" গৌরহরি সেন
" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
" মন্মথমোহন বসু বিএ
" বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এস সি
ডাঃ " পশুপতিনাথ ঘোষ।
" রামকমল সিংহ
" ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" অমৃতলাল শীল এম্,এ
" শরৎচন্দ্র দত্ত
নগেন্দ্রকুমার বসু বি,এল্
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় }

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল	(১) সাহিত্য-রত্ন (নরেশচন্দ্র মজুমদারপ্রণীত)
	(২) নববিধান কি ? (৺কৃষ্ণবিহারী সেন)
" গিরীশচন্দ্র দত্ত বি এ	(৩) আর্য্য-নীতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত)
" প্রমথনাথ তর্কভূষণ	(৪) মায়াবাদ "
" কেদারনাথ মজুমদার	(৫) ময়মনসিংহের ইতিহাস "
	(৬) সারস্বতকুঞ্জ
" কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এ	(৭) সিন্ধুগৌরব
" রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য	(৮) ভাতু
" বিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি, এন্, রায়	(৯) হিন্দুবিজ্ঞান সূত্র
" সার রোপার লেথব্রিজ, কে,সি,আই,ই	(১০) India & Imperial Preference
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক	(১১) ১৩১৪ সালের প্রথম সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ
" ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর সম্পাদক	(১২) Catalogue of Books Pt II.
" দীননাথ সান্ন্যাল এম, বি,	(১৩) কুমারসম্ভবকাব্য (স্বরচিত ভাষানুবাদ)

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীদুর্গাচরণ ভট্ট এম,এ, ৮৮।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	"	শ্রীঅমূল্যকুমার বসু Servants of India Society, Poona.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ ১৬ হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীনিরঞ্জন পাকড়াশী এম্,এ
,,	,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম,এ
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজগন্নাথ রায় ম্যানেজার ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীতারাপদ রায় Watch & Clock-maker, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি, এল, উকিল কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি,এল,
,,	,,	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল উকীল, কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল,
,,	,,	শ্রীনরেন্দ্রলাল রায়, শিক্ষক, এ, ভি, স্কুল কৃষ্ণনগর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি.এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর।
,,	,,	শ্রীকাঙ্গালীচরণ চৌধুরী বি. এল, উকিল, কাটোয়া।
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিডী।
,,	,,	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, সব-ডেপুটী নড়াইল।
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায় মায়ের কুটীর, কান্দী।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার ৬৩।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ৫০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত ১২০।২ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই সূত্রে সভাপতি মহাশয় একখানি ২৫০।৩০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন করিলেন,—এবং বলিলেন, ইহার নাম অনিল পুরাণ। ইহাও ধর্ম্মের গান এবং রমাই-পণ্ডিতের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রচনা হইতে শূন্যপুরাণপ্রণেতা রমাই পণ্ডিত ও এই রমাই পণ্ডিত এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না, তবে ইহার অনেক স্থলের সহিত শূন্যপুরাণের বিষয়গত মিল আছে। ঘনরাম বা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান ইহাতে নাই। শূন্যপুরাণ অপেক্ষা হিন্দুপুরাণের প্রভাব ইহার মধ্যে বেশী মিশ্রিত। ইহার রচনাকাল এখনও নির্নীত হয় নাই। তৎপরে তিনি জানাইলেন। যদি পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তিনি ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

তৎপরে রাখাল বাবু তাঁহার প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া শুনাইলেন। তিনি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে মুসলমানের বাঙ্গালা জয়ের কাল প্রচলিত কালের অনেক পরে, তখন লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং লক্ষ্মণ সেনের আহারকালে উড়িষ্যায় পলায়নের প্রবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ বা নদীয়ায় আসেন নাই। সে স্থানের নাম নওদিয়ার বা নূতন দেশ। প্রথম সংস্করণের ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে তাহাই আছে। মহম্মদ ঘোরী দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কনোজের জয়চন্দ্রকে জয় করিতে পারেন নাই বা জয়চন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। জয়চন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র সাত বৎসরকাল স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষে কেশব সেনের তাম্রশাসনকে বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশাসন বলিয়া উল্লেখ করা ভুল হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের পর কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন, মাধব সেন প্রভৃতি বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন।—এই সকল ভ্রম একমাত্র মিনাহাজের তবকতি-নাসিরির বর্ণনা উপলক্ষে চলিয়া আসিতেছে। পারসিক ঐতিহাসিকগণের আর কেহ ঐ সকল ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না লেখায় ঐ ভুল এতাবৎকাল অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। আপাততঃ এই সকল খোদিতলিপির আবিষ্কারে ঐ ভুল ধরা পড়িয়াছে। এখন তবকতি নাসিরির ঐ অংশটা ফেলিয়া দিবার যোগ্য হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার কথার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রামাণ্য সকলের উল্লেখ করেন,—বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত খসদেশের অধিপতি অশোক চল্লদেবের বুদ্ধপ্রতিমাপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক খোদিত লিপি। লক্ষ্মণ সেনদেবের অতীত রাজ্যাঙ্ক ৫১ অব্দে অর্থাৎ ১১৭০ খৃষ্টাব্দে এই লিপি উৎকীর্ণ। ইহা দ্বারা

প্রমাণিত হইতেছে যে লক্ষ্মণ সেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। সুতরাং বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়কালে তাঁহার বর্ত্তমান থাকা একান্ত অসম্ভব। উক্ত তাম্রফলক অশোক চন্দ্রদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমারপাদ (যুবরাজ) দশরথের ভাণ্ডাগারিক (ধনাধ্যক্ষ) সহন পালের বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার খোদিতলিপি। ইহাও লক্ষ্মণ সেনের অতীত রাজ্যাঙ্ক ৭৪ অব্দে বৃহস্পতি ১২ বৈশাখ তারিখে খোদিত, ইহা ইংরাজী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে। সুতরাং ইহা দ্বারাও পূর্ব্বকথা সমর্থিত হইতেছে। এই খোদিতলিপিতে লক্ষ্মণ সংবতের একটি মাস বার ও তারিখযুক্ত পূর্ণ রোজের হিসাব পাওয়ায় স্থির হইয়াছে যে ১১১৯ খৃষ্টাব্দের অক্‌টোবর নভেম্বর মাসে (কার্ত্তিক মাসে) লক্ষ্মণ সংবতের সূচনা হইয়াছিল, ইহা অভ্রান্তরূপে নির্নীত হইয়াছে। গয়ার পাদ গু মন্দিরের নিকটে প্রাপ্ত বৌদ্ধ প্রতিমার গাত্রস্থ খোদিতলিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে গোবিন্দ পাল ১১৬১ খৃষ্টাব্দে নালন্দের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেনরাজগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। তিনি ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে গয়া অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পকাল পরেই উক্ত স্থান হইতে তাড়িত হন। উক্ত খোদিতলিপিতে এই ঘটনার তারিখ ১২৩২ বিক্রম সংবৎ উল্লিখিত আছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে কানুপাদাচার্য্য রচিত পঞ্চকার নামক মহাযানীয় বৌদ্ধগ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, গোবিন্দপাল দেবের রাজত্ব তাঁহার ৩৮ রাজ্যাঙ্কে (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) বিনষ্ট হয়, সুতরাং বখ্‌তিয়ারের বঙ্গজয় ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে হওয়া অসম্ভব, এমন কি তাহা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দেরও পরের ঘটনা। এই গোবিন্দপালের রাজ্যনাশ সম্ভবতঃ বখ্‌তিয়ারের দ্বারা হইয়াছিল। কান্যকুব্জের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহারাজ জয়চন্দ্র ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে হত হইলেও ঐ সময়ে কনোজের রাষ্ট্রকূট রাজ্য ধ্বংস হয় নাই। ১২৫৭ বিক্রম সংবৎসরে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) উক্ত জয়চন্দ্রের পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কনোজে রাজত্ব করিতেছিলেন। গত বৎসর জৌনপুর নগরের নিকটে দুর্ভিক্ষ জন্য রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত মজুরেরা ক্ষেত্র খননকালে এই হরিশ্চন্দ্রের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই তাম্রশাসনখানি জাল নহে, কারণ মহারাজ জয়চন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের জন্মদিনে জাতকর্ম্ম উপলক্ষে কুলপুরোহিতকে যে দুইখানা গ্রাম দান করেন, সেই দানপত্রের তাম্রশাসন দুইখানি এখনও লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আছে। উহাতে কুমার হরিশ্চন্দ্রের নাম আছে। যোধপুরের চারণ মুকজীর কুলগাথায় রাষ্ট্রকূটবংশে মহারাজ জয়চন্দ্রের পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে সংযুক্তা-স্বয়ম্বরের প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়া দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই বা স্বরাজ্য ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ৭ বৎসর কাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনিই অবশেষে মুসলমান কর্ত্তৃক উপদ্রুত হওয়ায় কান্যকুব্জ ছাড়িয়া যোধপুরের মরুভূমিতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত চারণের

ইতিহাস হইতে এই বিবরণ জানা যায়। তৎপরে তিনি বলেন, খোদিতলিপির প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য। উহাতে জালের আশঙ্কা নাই, ভুলের সম্ভাবনা নাই। লিখিত গ্রন্থ রচনার সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত কত শতবার অনুলিপি হয় তাহার সংখ্যা কে করে। প্রাচীন যে কোন গ্রন্থের দুই খানি পাইলেই পাঠান্তর দেখা যায়। লিপিকর প্রমাদ, লিপিকরের দেশ ভেদে, ভাষার ভেদে, বিদ্যাব পরিমাণ অনুসারে আসল পুস্তকের বিবরণের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি হাতের লেখা গ্রন্থে এড়াইবার উপায় নাই। এরূপ স্থলে সাহিত্যিক প্রমাণকে খুব দৃঢরূপে অভ্রান্ত প্রমাণরূপে সর্ব্বত্র উপস্থিত করা নিরাপদ নহে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রমাণার্থ খোদিতলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ।— কথা প্রসঙ্গে তিনি সভাপতি মহাশয়ের প্রদর্শিত অনিলপুরাণ সম্বন্ধে বলেন—সভাপতি মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীন রমাই পণ্ডিতের রচিত নহে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে উহা সেই রমাই পণ্ডিতেরই লিখিত, তবে গ্রন্থের আসলরূপ আর এখন বর্ত্তমান নাই। হাজার বৎসর ধরিয়া যে গ্রন্থের লিপি প্রতিলিপি হইয়া আসিতেছে, তাহার আসল রূপ বর্ত্তমান থাকা দুষ্কর। তবে এ সম্বন্ধে পুঁথিখানি আলোচনা না করিলে ঠিক বলা যাইবে না। তৎপরে তিনি ৭ খানি লিপির প্রতিলিপি প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—রাখালবাবু আজ বাঙ্গালার ইতিহাসের যে অংশের আলোচনা করিলেন, উহা বড়ই জটিল। ঐ অংশের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তিনি আজ যে সকল নূতন তথ্যের কথা শুনাইলেন, ইহার বিশেষরূপ আলোচনায় তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার এবং প্রশংসার পাত্র।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহ-সম্পাদক। সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি, এল্।

আলোচ্যবিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় কর্ত্তৃক "পঞ্চবটী ভ্রমণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। বিবিধ।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি, এল

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম,এ, বি, এল্
" পান্নালাল সিংহ (জিয়াগঞ্জ)
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" রাজকুমার বেদতীর্থ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
" কুঞ্জবিহারী সেন
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই (রঙ্গপুর)
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" মন্মথমোহন বসু বি,এ
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
" নিত্যানন্দ রায়
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ
" নিশিকান্ত সেন
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" সুশীলগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" যোগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
" বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি, এ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত
" হরিচরণ দত্ত
" ত্রৈলোক্যনাথ দাস মিত্র
" করুণাচন্দ্র মজুমদার
" উপেন্দ্রনাথ দে
" অখিলকৃষ্ণ শীল
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত

ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী }
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় } সহঃ সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। ২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ বি,এল্, বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল্, বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল্ বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্ বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি,এল্ বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, রাজকলেজের অধ্যক্ষ, বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু বি,এ Asst. Hd. Master Municipal School, Burdwan.
"	"	শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় বি,এল্ Pleader, Rahillapara, Burdwan.
"	"	শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Servants of India Society, Poona City.
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি,সি,ই ৩৬।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১।১ রামাপুকুর লেন।

৩। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ত যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ ১৪। ব্যবসায়ী (১৩১২) শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

১৫। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।

১৬। The Society's Registration Act. (1860. Act 1 of 1860)

২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭। সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ—শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়, তাঁহার "পঞ্চবটীভ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধের প্রথমে পঞ্চানন বাবু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাঁহার অবস্থিতিকেন্দ্র বোম্বাই হইতে ১১৭ মাইল দূরবর্ত্তী নাসিক পর্য্যন্ত রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ সমুদ্র ও পার্ব্বত্য প্রদেশ-সুলভ বিচিত্র নৈসর্গিকচিত্র এবং সহ্যাদ্রি, ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের থলঘাট নামক গিরিসঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ, পর্ব্বত-মধ্যবর্ত্তী সুড়ঙ্গ এবং "ভায়াডাক্‌ট্" প্রভৃতি নির্ম্মাণে মানুষী প্রতিভার আশ্চর্য্য নিদর্শন সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। রেলগাড়ী সমুদ্রতলবর্ত্তী বোম্বাই হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যে সকল সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ এবং ভায়াডাক্‌ট্ বা উপত্যকাসেতু অতিক্রম করিয়াছিল, পঞ্চানন বাবুর উজ্জ্বল বর্ণনায় সে গুলির বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য বেশ অনুভূত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দণ্ডকারণ্য অর্থাৎ সত্যযুগের পদ্মপুর, ত্রেতাযুগের জনস্থান এবং কলির নাসিকের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্তের অবতারণা করেন। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ভোজবংশীয় নরপতি দণ্ডকের বিশাল সাম্রাজ্য ভার্গব শুক্রাচার্য্যের শাপে দণ্ডকারণ্যে পরিণত হয়, এবং তাহাই পরে পঞ্চবটীতীর্থরূপে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমানকালে গোদাবরী তীরবর্ত্তী এই পঞ্চবটীর যাবতীয় দর্শনীয় রমণীয় স্থান, মন্দির, দেবায়তন, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া পঞ্চানন বাবু পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের অর্থাৎ বাল্মীকি, ভর্ত্তৃহরি, কালিদাস, ভবভূতি, কৃত্তিবাস, মধুসূদন প্রভৃতি সকলেরই উজ্জ্বল বর্ণনার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিবৃত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নাসিকের বর্ত্তমান কালের জল বায়ু, উৎপন্ন সামগ্রী, অধিবাসীর আচার ব্যবহার, তপোবনের দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও যবক্ষেত্র এবং তথাকার মৃগযূথ প্রভৃতির সুন্দর বিবরণ শুনাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পঞ্চবটীর তপোবন হইতে ত্র্যম্বকেশ্বর পর্য্যন্ত উড়ুম্বর বৃক্ষমূলে গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরীর উৎপত্তিস্থানের রমণীয় দৃশ্য ও গঙ্গাপুর নামক স্থানের দেবালয় এবং নিকটবর্ত্তী জলপ্রপাতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেন। তৎপরে রামলীলার এই প্রধান লীলাক্ষেত্রের সকল কথার যথাযথ বর্ণনা করিয়া পঞ্চানন বাবু প্রবন্ধ শেষ করেন।

অতঃপর হীরেন্দ্র বাবু প্রবন্ধলেখকের বর্ণনা-কৌশলের, পর্য্যবেক্ষণের এবং সুন্দর ভাষার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, পঞ্চাননবাবু আজ সকলকে সুন্দর তৃপ্তি প্রদান করিয়াছেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ শুনিয়া ঐ সকল স্থান পরিদর্শনের কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়াছে। পঞ্চানন বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি
২৬শে আষাঢ় ২১ই জুলাই রবিবার।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৭ শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ। ২। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক "প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। বিবিধ।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,
" ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর
" অম্বিকাচরণ রায় এম্, এ, বি, এল
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
" আনন্দমোহন সাহা
রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ

কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়
" মধুসূদন সেনগুপ্ত
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সতীশচন্দ্র চৌধুরী
" অমৃতগোপাল বসু
" উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" যাদীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ,
„ পশুপতিনাথ ঘোষ ডাক্তার
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ”
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্, এ,
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী
কবিরাজ „ তারাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

১। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

১। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী ৭৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	„	„ যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত Block C. Room no 16, Simla.
„	„	„ কেশবচন্দ্র রায় সিমলা
„	„	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, সিমলা।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার ২৫ নং হোগলকুঁড়ে গলি।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস,	শ্রীহেমচন্দ্রদাস গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব এম্ এ, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ কলিকাতা।
		শ্রীভবানীনাথ রায় চিথলিয়া, মীরপুর, নদীয়া
		শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় চিথলিয়া, মীরপুর, নদীয়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মল্লিক শ্রীনগর, কাশ্মীর
"	"	শ্রীচুনিলাল রায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনগর, কাশ্মীর)
"	"	শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায় জজ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
"	"	শ্রীআশুতোষ মিত্র ডাক্তার, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
"	"	' শ্রীনলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় Supdt, State Engineers' office, Srinagore,
"	"	শ্রীহরিপ্রসাদ মজুমদার ·State Engineers' office, Srinagore, Kashmir,
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু Prof Prince College Jammu, Kashmir;
"	"	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় Prof Prince College, Jammu, Kashmir,
"	"	শ্রীতারকনাথ সান্যাল Prof Prince College Jammu, Kashmir,
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত Electric Engineer Kashmir
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এল, ধানবাদ।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগিরিজাভূষণ হালদার ৬৬নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	"	শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
"	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পণ্ডিত ১নং মদন ঘোষের লেন, কলিকাতা
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি,এল্, ১৩নং ভীম ঘোষের লেন
শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীতারণকুমার মজুমদার ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীআনন্দমোহন সাহা	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী ২৩।২ রাজা রাজেন্দ্রমল্লিকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	জে, কে, দাসগুপ্ত Prof. A. T. Institution 92 Upper circular road.
	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম্,এ Prof. Presidency College.
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭ ব্রাহ্মসমাজ লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০।২ বলরামদের ষ্ট্রীট।
	"	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫।২।১ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	"	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দে বি,এ (ছাত্রসভ্য) ৪ রামতনু বসুর লেন।

৩। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

দাতা	পুস্তক
১। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন	১৮। Plays from Molier.
২। গুজরাট ভার্নাকিউলার সোসাইটী	১৯। বুদ্ধি-প্রকাশ ২০। ৫০ বৎসরের রিপোর্ট ২১। হীরকমহোৎসব } সোসাইটীর প্রকাশিত।
৩। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন	২২। চৈতন্য লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা। প্রকাশক চৈতন্যলাইব্রেরী।
৪। " রাসমোহন সরকার	২৩। শ্রীরাধিকার জন্মকথা। (পুঁথি)
৫। " যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৪। কুলশাস্ত্র-দীপিকা (স্বরচিত)
৬। " উমেশচন্দ্র বসু	২৫। উপসর্গ (স্বরচিত)
৭। স্যার টি, এইচ্, হল্যাণ্ড, ডাইরেক্টর, জি, এস, আই	২৬। A sketch of the Geography & Geology of the Himalaya mountains & Tibet.
৮। আর, আর, সেন ক্লোয়ার	২৭। The Triumph of Valmiki (স্বরচিত)
৯। সম্পাদক, গুজরাট সাহিত্য-সভা	২৮। ১ম বার্ষিক রিপোর্ট। (সভা হইতে প্রকাশিত)
১০। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২৯। আর্য্যনারী ২য় ভাগ (স্বরচিত)।

১১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত

৩০। Nature Vol XLV
৩১। Nature Vol XLVI } সাময়িক-পত্র

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার "প্রাকৃতব্যাকরণ ও অভিধান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

৫। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে কথিত ভাষার ব্যাকরণ হয় না। প্রবন্ধলেখকের এই মত সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। কথিত ভাষাতে যদি কেবল গ্রাম্যভাষা থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্যাকরণ হইতে পারে না বটে, কিন্তু কথিত ভাষা সাধুভাষাও হইতে পারে এবং তাহা হইলে তাহার ব্যাকরণও থাকিতে পারে। সংস্কৃতভাষা কথিত ভাষা ছিল এবং তাহার ব্যাকরণও আছে। ইংরাজী ভাষারও ব্যাকরণ আছে, কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃতভাষা সংস্কৃতমূলক। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত লোক সংস্কৃতভাষায় কথা বলিত। পৃথিবীর সমস্ত আর্য্যভাষাও সংস্কৃতমূলক এবং সমস্ত আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ভারতবর্ষ ছিল। সংস্কৃতভাষার প্রথম ব্যাকরণ দেবরাজ ইন্দ্র, দ্বিতীয় চন্দ্র ও তৃতীয় মহেশ প্রস্তুত করেন। সাধু ভাষার ব্যাকরণ হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, যে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য শিষ্টপ্রয়োগ দেখান। সাধারণ কথাগুলি শব্দভাণ্ডার হইতে বাদ দেওয়া উচিত নহে। শিক্ষিত ও সাধারণ, দুই প্রকার ভাষারই আবশ্যকতা আছে। অপরাপর ভাষা হইতেও শব্দগ্রহণ করা উচিত। বেদের ভাষা সংস্কৃত ভাষা কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। কথিত ভাষার ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে এবং কথিত ভাষার শব্দগুলি অভিধান হইতে বাদ দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা এক। সংস্কৃত লিখিত ও বাঙ্গালা কথিত। এই মত অনেকেই স্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে সম্প্রতি দুইটী দল হইয়াছে। এক দল বলেন যে ইহা সংস্কৃত হইতে একেবারে বিভিন্ন। অন্য দল বলেন যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা এক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে ১৫ বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষৎ প্রাদেশিক অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অভিধানের শব্দসংগ্রহে মতপার্থক্য চলিতেছে। একদল বলেন, বাঙ্গালাভাষার যে সমস্ত মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ সংস্কৃত, অর্দ্ধ মাগধী ও পৈশাচপ্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দগুলি পণ্ডিতগণের কৃপায় অবিকৃত আছে। কিন্তু প্রাকৃতগুলি লোকমুখে স্থানভেদে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একদল বলেন যে, আর্য্যগণের সঙ্গে সংস্কৃত ও তদুৎপন্ন প্রাকৃতভাষা এদেশে আসিবার পুর্ব্বে এ দেশের প্রচলিত ভাষার সহিত এ সকল সংস্কৃতাদি ভাষা আছে

আস্তে মিশিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষা গঠন করিয়াছে। প্রচলিত সমস্ত শব্দ পরিষদের সংগ্রহ করা উচিত। কিছুই বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৬। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন যে, এই সভায় যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুরুতর বিষয় আছে। ইহাদের শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই এবং হইবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। ভাষার মূল কি তাহা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সংস্কৃতভাষা সমস্ত ভাষার মূল, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কিন্তু মঙ্গোলিয়ান ভাষা যে সংস্কৃতভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বলা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। প্রাকৃতভাষা কি ও তাহার মূল কি, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে সংস্কৃতভাষা হইতে প্রাকৃতভাষা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে প্রাকৃতভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই এবং তাহারা সমসাময়িক ভাষা। আবার কেহ কেহ বলেন যে প্রাকৃতভাষা হইতে সংস্কৃতভাষা হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। কথিত ভাষার অপরিবর্ত্তনশীল ব্যাকরণ সম্ভব নয়। বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের ব্যাকরণের তত আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বিদেশীরা যদি আমাদের ভাষা শিক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই ব্যাকরণ পরিবর্ত্তনশীল হইবে। ব্যাকরণ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহার মূল সূত্রগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দুইখানা অভিধানের দরকার। একখানি সাধুভাষার ও অপরখানি গ্রাম্যভাষার। যতদূর সম্ভব সংস্কৃতভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা উচিত এবং ইহা করিলে যদি সমস্ত ভারতবর্ষে কখনও একভাষা হওয়া সম্ভবপর হয়, সে পক্ষে অনেক সহায়তা করিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
সহঃ-সম্পাদক।	সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময় ৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

১। এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি,এল (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্,এ বি,এল
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্,এ বি,এল
" শিবচন্দ্র শীল
" চিত্তসুখ সান্ন্যাল
" বোধিসত্ত্ব সেন এম,এ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত
" প্রফুল্লনাথ রায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" দুর্গাদাস শীল
" সুরেশচন্দ্র দত্ত রায়
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
" গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ
" সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মৌলিক
" যতীন্দ্রনাথ রায়
" রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" সতীশচন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু
" রামকমল সিংহ
" গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়
" মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" নিশিকান্ত সেন
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" গৌরগোপাল সেন কবিরাজ
" ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় বি,এ
" নরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি,এ
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ
" সতীশচন্দ্র চৌধুরী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ
" সুরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
" অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রমথনাথ গুপ্ত
" যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী
" ইন্দুপ্রকাশ গাঙ্গুলী
" প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
" যোগেন্দ্রলাল মিত্র এম্,এ বি,এল
" বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্, এ, } সহঃ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীবৈদ্যনাথ শাহ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্, উকিল বেহালা, ২৪ পরগণা
"	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীললিতমোহন পাল আদাচাকি, ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা
"	"	শ্রীদীনেশচরণ দাস গুপ্ত ইঞ্জিনীয়ারিং হোষ্টেল, ঢাকা
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রক্ষিত ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্
"	"	শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত ৫৯ পটুয়াটোলা লেন
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ৩২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট্
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় বি, এ ১২০ লোয়ারসার্কুলার রোড
"	"	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দে বি,এ ৪নং রামতনু বসুর লেন।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি,এ ২৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস Scottish Church College Square.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী, S. K Lahiri & Co., College square.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচিরসুহৃদ্ লাহিড়ী ৭।৮ অক্রিফ্‌স্‌ লেন।
〃	〃	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় Private Secy, Maharaja P. K. Tagore. Pathuriaghata.
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি,এল্ Bar Library, Alipore.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য পীরগাছা, রঙ্গপুর।
〃	〃	শ্রীনীরজনাথ ঠাকুর সব্‌ পোষ্টমাষ্টার, আউট্রাম পোষ্ট পার্কষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আরাঙ্গাবাদ, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
〃	〃	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আরাঙ্গাবাদ, নিমতিতা মুর্শিদাবাদ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত সব্‌রেজিষ্ট্রার, গৌরীপুর ময়মনসিংহ।
〃	〃	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল্ রঙ্গপুর।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্,এ বি,এল রাণীগঞ্জ।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরনাথ দত্ত বি,এল্ ৫নং গড়পার রোড।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	〃	শ্রীযামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ৬ পাতলা খাঁর লেন, ঢাকা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় জগন্নাথকলেজ, ঢাকা।
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগৌরগোপাল সেন কবিরাজ ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের লেন।
〃	〃	শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায় ৯৩ সর্কার্স লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৬৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশচন্দ্র গুহ, ১৮নং রতন ষ্ট্রীট।
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী ৬২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ১৮নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট লেন।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত		শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত বি,এল্ উকিল, যশোহর।

৪। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ত যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত বক্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ৩২। নিত্যানন্দচরিত (স্বরচিত)
২। „ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৩। আনার কলি ঐ
৩। „ দীন মহম্মদ ৩৪। ক্রুসেড্ ও জেহাদ ঐ
৪। „ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৩৫। শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা ঐ

৫। তৎপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়কে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচন জন্ত যে পত্র সভ্যদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২৮২ জন সভ্যের পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন সভ্য ব্যতীত অপর সমস্ত সভ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং পরিষদের নিয়মানুসারে ইহাঁরা উভয়েই পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বাঁকুড়া জেলা হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত একখণ্ড ইষ্টক প্রদর্শন করেন। এই ইষ্টকখণ্ড বাঁকুড়া সহরের নিকটবর্ত্তী ছাৎনা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু বলেন যে প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের উপাস্য বাশুলী দেবীর মন্দির এই ছাৎনা গ্রামে ছিল। এই মন্দির ভগ্নাবস্থায় মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই মৃত্তিকাস্তূপ হইতে এই ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে একটি সুন্দর রাজপথ এবং রাজপথের পরপারে একটি অনতিবৃহৎ পুকুর আছে। শুনা যায় যে, রামী ধোপানী এই পুকুরে কাপড় কাচিত এবং ঘাটের একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া চণ্ডীদাস কবিতা লিখিতেন। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ বাবু বলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুর মতে ছাৎনা গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দির ছিল, কিন্তু দীনেশ বাবু বলেন নান্নুর গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দির ছিল।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের লিখিত 'কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন' নামক প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া সভ্যদিগকে জানাইলেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'প্রবাদ-প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে প্রচলিত অনেকগুলি প্রবাদের ইতিহাস প্রবন্ধলেখক সভ্যদিগকে জানাইলেন।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন দাসকৃত "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার" ও জয়কৃষ্ণ দাসকৃত "শ্রীচৈতন্যপারিষদজন্মস্থাননিরূপণ" নামক পুঁথি দুইখানি ও সেই পুঁথি দুইখানি হইতে সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন করেন এবং এই দুইখানি গ্রন্থের মুখবন্ধ পাঠ করেন। (এই পাণ্ডুলিপি ও মুখবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	বি, সি, শীল
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষন্মন্দির।

সময়—২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

১। উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্,এ বি,এল

মাননীয় „ সারদাচরণ মিত্র এম্,এ বি,এল্ (সভাপতি)

রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল্

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ বি,এল
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ	„ জগৎবন্ধু মোদক
„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার	„ ভুবনেশ মুস্তফী
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ	„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী	„ সতীশচন্দ্র চৌধুরী
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ প্রভাসচন্দ্র আচার্য্য
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্,এ	„ অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম্,এ বি,এল্	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি,এল্
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল্	" অজিতকুমার সোম
" হেমচন্দ্র সরকার এম্,এ	" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
" বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এস, সি	রায় " চুনিলাল বসু বাহাদুর
" বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	" রামকমল সিংহ
" যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি,এল্	" শশিকান্ত সেনগুপ্ত
" হরিদাস মুখোপাধ্যায়	" সুর্যবিন্দু সেনগুপ্ত
" ভবানীচরণ ঘোষ	" মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি	" বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ (সম্পাদক)

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ
} সহকারী সম্পাদক।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্,এ বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীবিপিনবিহারী রায়চৌধুরী ফরিদপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোণারপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ প্রমথনাথ বোস বি, এম্, সি ; এফ্, জি,এস্ ; রাঁচি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য ২৮ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	"	ডাঃ শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ৮ পামারবাজার রোড।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী কবিরাজ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণকুমার দাস বি,এ Supdt. P. W. Minister's office. শ্রীনগর, কাশ্মীর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোমোহন ঘোষ ৩৮নং বেনেটোলা লেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, উইলকিন্সপ্রেস।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্রসভ্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৮২ মাণিকতলা সেনরোড।
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্,এম্,এস্ রাজহাঁসপাতাল, কালনা।
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্রজসুন্দর রায় এম,এ অধ্যাপক, বঙ্গবাসীকলেজ।
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমীদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবরায় পোর্ট ব্লেয়ার, আণ্ডামান।
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু বি,এ ম্যানেজার, কুজং, কটক।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাসিয়ার, বেলিফস্ আপীস, স্মলকজকোর্ট, রেঙ্গুন।
„	„	শ্রীআশুতোষ সেন বেঙ্গলী ইণ্টারপ্রিটার, স্মলকজকোর্ট, রেঙ্গুন।
„	„	শ্রীজগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেঙ্গলী ইণ্টারপ্রিটার, ম্যাজিষ্ট্রেট্স্‌কোর্ট, রেঙ্গুন।
„	„	শ্রীকালিধন ঘোষাল ক্যাসিয়ার, ডি, সউজা এণ্ড্ কোং, ডালহাউসিষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনন্দলাল দে, ৭ সৃষ্টিধর দত্তের লেন
শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস ৩৪নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীপুলিনবিহারী দাস ১৬নং সাউথ, শিয়ালদহরোড।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪নং টেগোর ক্যাসল্স্ রোড।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত ৫৯ পটুয়াটোলা লেন।
	„	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ—

৩৬। বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য—শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মিত্র প্রণীত।

৩৭। বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী প্রণীত।

৩৮। সাহিত্যপ্রবেশ বাঙ্গালাব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত।

৩৯। আরবী শিক্ষক (১ম খণ্ড)—শ্রীরহিমউদ্দিন প্রণীত।

৪০। Opinions on life of Ramtanu Lahiri by Lethbridge.

৪১। The Colour line in the Indian Educational & Scientific department, by R. Chatterjee,

৪২। A Dying Race by U. N. Mookerjee.

৪৩। Murshidabad District Gazetteer Statistics, 1901-02.

৪৪। Bangabasi College Magazine, June 1909.

৪৫। বিবিধ মাসিক পত্রিকা ৭ সংখ্যা।

৪৬। পুরুষ বা আত্মা—শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত।

৪৭। Report of the National Council of Education, Bengal, 1908.

৪৮। Calcutta University Convocation Address by the Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Mookerjee, Sarasvati F.R.A.S., F.R.S.

৪৯। Scheme of Examination 1909 of the National Council of Education, Bengal.

৫০। The Froebil Society of Great Britain & Ireland 34th Annual Report 1908

২। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ—

৫১। নেত্রাষলি—(স্বপ্রণীত)

৩। রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

৫২। History of the Medæval School of Indian Logic by Mahamahopadhyaya Satish Chandra Bidyabhusan,

৫৩। Minutes of the year 1908 Part III.

৪। অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ—

৫৪। A Desciiptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College.

৫। মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্যচৌধুরী—

৫৫। শিকার-কাহিনী—(১ম খণ্ড) মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য প্রণীত।

৬। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী—

৫৬। সুখ-শর্ব্বরী—যোগমায়া দেবী প্রণীত।

৫৭। Helps to Conjugation and Parsing by Dwarka nath Chowdhuri B. A.

৫৮। রাধানাথ সঙ্গীত ঐ

৭। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

৫৯। ভারত-শিল্প (স্বপ্রণীত)

৬০। The Deeper meaning of the Struggle by A. K. Chowduri.

৮। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ—

৬১। দুর্য্যোধন—স্বপ্রণীত।

৬২। কাকলী ঐ

৯। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—

৬৩। সবিতা-সুদর্শন ও বর্ষবর্ত্তন।

৬৪। কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন চরিত ও গ্রন্থসমালোচনা ও বাসবদত্তা।

৬৫। গীতরত্ন গ্রন্থ।

৬৬। সচিত্র আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদ্ সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা প্রণীত।

১০। শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায়—

৬৭। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র (সম্পূর্ণ) স্বপ্রণীত।

৬৮। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ১ম বর্ষীয় কার্য্য-বিবরণী (২ খানা)

১১। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ পণ্ডিত—

৬৯। গুরুগোবিন্দ সিংহ।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক বালগড় হইতে সংগৃহীত মিনাকরা ইষ্টক ও প্রস্তর প্রদর্শন করেন। এই গড় দিনাজপুরের অধীন গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত রাজীবপুর গ্রামে স্থিত। সম্প্রতি সাঁওতালগণ আবাদ করিবার জন্য এই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে এবং এই সমস্ত প্রদর্শিত ইষ্টক ও প্রস্তর সাঁওতালদের হল তাড়নায় মাটির নীচে হইতে বাহির হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরস্থিত মহাস্থান গড় নামক স্থান হইতে স্ব-সংগৃহীত কাল ও নীল মিনা করা ইষ্টক প্রদর্শন করেন। মহাস্থান গড় একটি বৃহৎ দুর্গের ভগ্নাবশেষ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় কাশ্মীর হইতে সংগৃহীত দুইটি জীবাশ্ম প্রদর্শন করেন।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৭। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পেশোয়ারের নিকটে বুদ্ধদেবের যে অস্থি পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্ট চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি স্থানে এই বুদ্ধাস্থি বিতরণ করিবেন।* ইহাতে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন যে, যদি সমস্ত ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অভীপ্সিত কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে হয়ত গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে পারেন। এ বিষয়ে পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি পরামর্শ-সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভাতে স্থির হইয়াছে যে যাহাতে বুদ্ধাস্থি ভারতে সংরক্ষিত হয়, সেইজন্য (ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করা হইবে ও (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে একটি সাধারণ সভা আহূত হইবে। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, এক সপ্তাহ মধ্যে এই সভা আহূত হইবে।

সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্ত্তি পরিষদে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং এই মূর্ত্তি পরিষদে রক্ষিত হইবে। এই দানের জন্য যোগেন্দ্রবাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন যে কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ ২৫০৲ টাকা মূল্য দিয়া এই মূর্ত্তি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যোগেন্দ্রবাবু কোনও মূল্য গ্রহণ না করিয়া এই মূর্ত্তি পরিষদে উপহার দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলিলেন যে এই মূর্ত্তি কোথায় ও কি প্রকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ যোগেন্দ্র বাবুর মুদ্রিত প্রবন্ধে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৪শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর ১৯০৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ,
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
" বরদাপ্রসাদ বসু
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত
" কমলকৃষ্ণ গুপ্ত
" শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
" গৌরহরি সেন
" অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র
" সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" বনমালী দত্ত
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ,
" চুনিলাল রক্ষিত
" প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত
" হৃষীকেশ মিত্র
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি,এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, } সহঃ সম্পাদক।
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ, }

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস Acct, Scottish Churches Collegiate School.
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ যোগেশচন্দ্র কাস্তগীর বি, এল্, এড্ভোকেট, রেঙ্গুণ।
”	”	শ্রীদীনেশচন্দ্র মুন্সী বি, এল্, এড্ভোকেট, রেঙ্গুণ।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এল্, এড্ভোকেট, রেঙ্গুণ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্, এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম্, এ, বি, এল্, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীনেপালচন্দ্র রায় বি, এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ।
”	”	শ্রীসত্যচরণ কর, একাউণ্ট্যাণ্ট, পুলিস অফিস, মেদিনীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদামোদর ভকতচাঁদ সা, তৃতীয় সহকারী সা ট্রেণিং কলেজ, রাজকোট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৮৮ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট্।
শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, রামপুরহাট
”	”	শ্রীহরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ রামপুরহাট।
”	”	শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল্, রামপুরহাট।
”	”	শ্রীশ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়, উকিল, রামপুরহাট।
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	”	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, বি, এল্, সরকারী উকিল চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রলাল দাস, বি, এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীমহিমচন্দ্র দাস বি, এল, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, উকিল চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, জমীদার, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি, এল্, জমিদার, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত, এম্, বি, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীমোক্ষদারঞ্জন রায়, জমীদার, নোয়াপাড়া চট্টগ্রাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবিজয়চন্দ্র পুরকায়েত, বেহার, পাটনা।
”	”	শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ

ছাত্র-সভ্য।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীলালমোহন সোম ১নং বলদেপাড়া রোড কলিকাতা।
”	”	শ্রীসমতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত ১২০ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
”	”	শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী ৬৩নং হ্যারিসন রোড।
”	”	শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস ৩০।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
”	”	শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

শ্রী দৌলত আহম্মদ এম, এম্, দাহার — ১০। মুকুর,
শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, — ১১। উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,
১২। বিদ্যাপতির পদাবলী,
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু ১৩। শকুন্তলা, ১৪। সীতার বনবাস, ১৫। 88 Irving's Rip Van Winkle & The Legend of Sleepy Hollo.

অতঃপর শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীকিরণকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত শিলিট (Scheelite) নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শন করেন। এই খনিজ দামোদরপুর জেলাতে পাওয়া গিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষে এই খনিজ পদার্থ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "মধ্যমরাজ দেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে শৈলোদ্ভব-বংশীয় মধ্যমরাজ কর্তৃক কংগোদ বিভাগস্থ জাকটক জেলাতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান-বিষয়ক তিনখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক লিখিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সংস্কৃত মহাকাব্য ভারতে লুপ্ত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক তিব্বত রাজ্যের রাজধানী লহাসা নগর হইতে উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অতঃপর ৺রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত প্রাণশঙ্কর বাবু নানাপ্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন ও কিছুকাল তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের কার্য্যে অনেক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

অতঃপর মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে মিঃ এ, রসুল কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন :—

14. Royd Street.
Calcutta the 13th September 1909.

Dear Sir,

I beg to state that at a public meeting of the Mussalmans, held in Calcutta on the 27th June last, a committee was formed to examine dramas & other publications offensive to the Mahomedans and take steps that such publications & the staging of such dramas are prevented & then

on the 4th July a meeting of the committee was held to discuss how to proceed in the matter and the following is one of resolutions adopted at the meeting:—

"That this committee do approach the recognised leaders of the Hindu community with a view to solicit their co-operation in the promotion of the objects of the committee.

To give effect to the above resolution, I, as President of the said committee, approach you, in the hope that you will readily come forward to co-operate in this matter and bring about better feelings between Hindus and Mussalmans, by trying to remove all causes that have unfortunately created a tension between them over this affair. I am dirceted by the committee to request you to exercise your influence over Bengali authors and managers or proprietors of theatres in this connection and I think this can be done by holding a meeting of prominent Hindu and Mahomedan leaders and others directly or indirectly interested in the matter.

Awaiting the favour of an early reply,

I remain,
Yours faithfully,
(Sd.) A. Rasul.
President of the committee.

এই পত্র সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে অসদ্ভাব হওয়া উভয় সমাজের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; সুতরাং এই পত্রানুযায়ী সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সঙ্কল্প করা উচিত বলিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জানাইলেন যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে এইরূপ এক প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তৎপরে অনেক আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গৃহীত হইল:—

"ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয় বা এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের ব্যাঘাত ঘটে, এমন কোন পুস্তক বা সন্দর্ভ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া যাহাতে রচিত না হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বঙ্গভাষায় লেখকগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সাদরে অনুরোধ করিতেছেন।

"যদি ঐ প্রকার জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের ব্যাঘাতক কোনও নাটকাদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা যাহাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণকে সাদরে অনুরোধ করিতেছেন।"

তৎপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বরোদাতে সাহিত্য সম্মিলন হইতেছে এবং সেই সম্মিলনে পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে। যাঁহারা পরিষদের পক্ষ হইতে বরোদাতে যাইতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে স্বীয় অভিলাষ জানাইবেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয় ৺রাজা রামমোহন রায়, ৺রাজনারায়ণ বসু ও ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়গণের চিত্রের উন্মোচন করিয়া বলেন যে ইহার মধ্যে ৺বটব্যাল মহাশয় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামকরণ করিয়াছিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ৺ রাজনারায়ণ বাবুর ও ৺ বটব্যাল মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

৭ম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি, এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্	শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্রমোহন রায়
" অক্ষয়কুমার বড়াল	" চিন্তাহরণ ঘটক,
" বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি,এল্	" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	" ভূপেন্দ্রনাথ বসু
" লোকনাথ চক্রবর্ত্তী	" হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	" শৈলেন্দ্রনাথ বসু
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" কনকেন্দ্রনাথ বসু
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	" অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ	" ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ তরণীমোহন চন্দ্র
„ যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এল্
„ প্রসাদদাস গোস্বামী
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্, এ
„ আনন্দমোহন সাহা
„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ নরসিদনজী
„ মণীন্দ্রনাথ মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ সেন
„ ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ কিরণচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, বি এস্ সি,
„ সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম্, এ বি, এল্
„ অমৃতগোপাল বসু
„ রামকমল সিংহ
„ বিজয়কৃষ্ণ রায়
„ রাজকুমার চন্দ্র
„ মহেন্দ্রনাথ বসু
„ যোগেশচন্দ্র মিত্র
„ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রমোহন সিংহ
„ নলিনীমোহন সিংহ
„ পান্নালাল বড়াল
„ অনন্তলাল বসু
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ (সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম্, এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

} সহঃ সম্পাদক।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভবতারণ সরকার বি, এ ৯।২ হরিতকীবাগান লেন।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য Auditor's office Burmah, Rangoon.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুর এ, বিএল্, ডেপটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জাজপুর, কটক

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ জগন্নাথ সুরের লেন।
„	„	শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা, ৪ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ৬নং ৩১ সংখ্যক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
শ্রীমণিমোহন সেন	শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ, দ্বিতীয় শিক্ষক, নিউস্কুল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রায়গ্রাম, যশোহর।
„	„	শ্রীগোপালেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কলম, রাজসাহী
অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
„	„	শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত ৪নং জগদীশনাথ রায়ের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ Supdt., Kandi Raj-Estate. কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীমনোহর গুপ্ত এম্, এ, Sub-Dy Kandi. Murshidabad.
„	„	শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১ গৌড়ীবেড়ে লেন।
শ্রীহরিশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ মিত্র ১৮নং ঘোষের লেন।
শ্রী—শ্রীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	„	শ্রীকালীনাথ ভাদুড়ী Acct., Dt. Engineer's, office Bhagalpur.
„		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, খলিফাবাগ, ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, এম্‌এ, বি,এল, উকিল, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল, মশকচক, ভাগলপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌এ বি,এল্ উকিল, ভাগলপুর।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০নং বিডনষ্ট্রীট্।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্রদাস গুপ্ত	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম
"	"	শ্রীরমণীরঞ্জন দত্ত বি, এ, General Manager, Conrt of. Wards, Chittagong.
"	"	শ্রীধূর্জ্জটীকুমার দত্ত, কানুনগো, চট্টগ্রাম।
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	"	শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমীদার, হেমনগর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ৭নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	"	শ্রীরাজচন্দ্র চন্দ্র, এম্,এ এটর্ণী, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এটর্ণী। জেলিয়াটোলা লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি এল্, ভবানীপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ৬১।৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার ১৮নং রসারোড।
"	"	শ্রীকেশবলাল গুপ্ত, এম্. এ, বি, এল্, উকিল, পুলিসকোর্ট
শ্রীকেদারনাথ দাশগুপ্ত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার ৫৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্র-সভ্য
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশরৎচন্দ্র ভাদুড়ী সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া
„	„	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, Head Master, Municipal School শান্তিপুর, নদীয়া।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ Head Master, H. E. School, বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	„	পণ্ডিত শ্রীকানাইয়ালাল শর্ম্মা গোপালাচার্য্য, ২২০ হ্যারিসন রোড।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	„	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, জমীদার, তামোর বিষহরা, রাজশাহী।
	„	শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী Collecting Supdt. Gumaniganj Kachari, Bhawaniganj, Rungpur.
„	„	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সরকার ঘোড়ামারা রাজশাহী।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহেমচন্দ্রদাশগুপ্ত	শ্রীনরসিদনজী ৪৮নং এজরা ষ্ট্রীট।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীআশুতোষ সাহা বি, এল্, চোরবাগান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক ১৭নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন।
„	„	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বাঘডাঙ্গা, জেমো, মুর্শিদাবাদ।
„	„	কুমার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, মুর্শিদাবাদ।
„	„	রাজা শ্রীভুবনমোহন রায় রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম।
„	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
„	„	শ্রীহেমনাথ সেন, ২২নং মতিঘোষের লেন হাবড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমন্ত কুমার কর সারস্বতনিকেতন, মূলাজোড়, শ্যামনগর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্র সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭নং প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রোড।
,,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ পল্লীবাসী কার্য্যালয়, কালনা।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহার পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি — বিবিধ মাসিক পত্র (১১০০ সংখ্যা)

২। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — ৭৫। বর্নৌষধি দর্পণ ২য় ভাগ

৩। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

৭৬। The New Testament. E. B, N. D. Church Dispensatioı

৭৭। কুসুম-মালিকা (যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত)

৭৮। ৺মনোহাবিলাল সেনের স্বর্গারোহণে অশ্রুধারা

৭৯। বিমাতৃক (রাজেশ্বর সাধু খাঁ প্রণীত)।

৮০। বঙ্গীয় সমালোচক (বাউল ফকির চাঁদ বাবাজী বিরচিত)

৮১। সাতনারী (অঘোরনাথ কুমার প্রকাশক)

৮২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী (রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত)

৮৩। হাতেম তাই (বর্দ্ধমান রাজবাটী)

৪। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ — ৮৪। ভারতের শেষবীর নাটক (স্বরচিত)

৫। ব্রাহ্মট্রাষ্ট সোসাইটী — ৮৫। Keshab Chandra Sen on British Rule in India, Reprinted from New Dispensation July 1881.

৬। শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায়-সাহেব — ৮৬। স্থপতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত)

৭। ডাঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার — ৮৭। চিকিৎসক (স্বরচিত)

৮। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি, পি, এচ্, ডি, — ৮৮। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার ২য় খণ্ড (স্বরচিত)

৮৯। A history of the Hindu Chemistry Vol 1-IV (স্বরচিত)

৯। শ্রীআনন্দনাথ রায় — ৯০। ফরিদপুরের ইতিহাস—পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

১০। সতীশচন্দ্র ঘোষ — ৯১। চাকমা জাতির ইতিহাস ঐ

১১। Librarian. Govt. Oriental — ৯২। A descriptive Catalogue of the Manuscript Library, Madras. Sanskrit Library.

১২। শ্রীসুমনস হরিলাল ধ্রুব — ৯৩। প্রবাস-পুষ্পাঞ্জলি (এস্, ধ্রুব লিখিত)